Final Version

ভিডিসি ও একতা সদস্যদের জন্য

সমাজভিত্তিক বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ বার্তাপ্রচার বিষয়ক প্রশিক্ষণ মডিউল

অক্টোবর, ২০১০

গ্রন্থনা ও সম্পাদনা

মলয় চাকী

সম্পাদনা সহযোগী

রমা সাহা

কাজী সাহিদুর রহমান

আতিকুজ্জামান

সহায়তায়

আশেকে এলাহী সুমন

এ.এস.এম.মাসুদুল হাসান

সার্বিক তত্ত্বাবধানে

নিরাপদ এবং এফএসইউপি-এইচ প্রকল্প,কেয়ার বাংলাদেশ

মুখবন্ধ

বাংলাদেশ একটি দুর্যোগ প্রবণ দেশ। প্রায় প্রতি বছরই কোন না কোন দুর্যোগ বিশ্বের দরিদ্রতম এ দেশের মানুষের উপর দানবের মত আঘাত হানে। অর্থনৈতিক, সামাজিক ভাবে বিপদাপন্ন এদেশের বেশির ভাগ মানুষকে প্রতিনিয়তই দুর্বিষহ দারিদ্রের পাশাপাশি ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগসমূহকে মোকাবেলা করে বেঁচে থাকতে হয়। অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিপর্যয় সহ আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্ম দুর্যোগের কারণেও মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে। দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে সক্ষম জনগোষ্ঠী বিনির্মাণ আজ সারা বিশ্বের প্রধানতম অগ্রাধিকারে পরিণত হয়েছে। এ উপলব্ধি থেকেই এ মডিউলটি রচনার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। বাংলাদেশে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নিয়ে নানামুখি মডিউল/ম্যানুয়াল থাকলেও দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস ব্যবস্থাপনা নিয়ে পূর্নাঙ্গ মডিউল/ম্যানুয়াল এখন পর্যন্ত খুব বেশী নেই। এ কারণেই মডিউলটি রচানায় অনেক সাবধানতা অবলম্বন করা হয়েছে, দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস ব্যবস্থাপনার সকল বিষয়ই সহজ ও বোধগম্য করে উপস্থাপনের চেষ্টা করা হয়েছে, প্রতিটি অধিবেশনের বিন্যাসে বিভিন্ন অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতির প্রয়োগ করা হয়েছে। এরপরও ম্যনুয়ালটিতে নানা রকম সীমাবদ্ধতা রয়েছে। আশা করা যাচ্ছে পরবর্তীতে এই সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে উঠা যাবে। দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে যারা সরাসরি মাঠপর্যায়ে কাজ করবেন, আশাকরি সহায়িকাটি তাদের কাজে ফলপ্রসু ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

কাজী সাহিদুর রহমান
সমন্বয়কারী
নিরাপদ

সূচিপত্র

	পৃষ্ঠা নং
ভূমিকা	৪
সহায়কের যে বিষয়গুলো বিবেচনায় রাখা প্রয়োজন	৬
মডিউল ব্যবহার বিধি	৭
প্রশিক্ষণ কর্মসূচি	৮
প্রশিক্ষণ কারিকুলাম	৯
অধিবেশন ০১ : প্রাক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম	১১
অধিবেশন ০২ : বাংলাদেশে বন্যা	১৩
অধিবেশন ০৩ : বাংলাদেশে বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ ব্যবস্থা	১৮
অধিবেশন ০৪ : লোকজ ও স্থানীয় জ্ঞানের আলোকে বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ	২২
অধিবেশন ০৫ : বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণে স্থানীয় দৃষ্টান্ত প্রতিষ্ঠা ও অনুশীলন	২৫
অধিবেশন ০৬ : লোকজ ও স্থানীয় জ্ঞানের আলোকে বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ	৩১
অধিবেশন ০৭ : প্রশিক্ষণ উত্তর কার্যক্রম	৩৭

ভূমিকা

ভৌগলিক অবস্থানের কারণে বাংলাদেশ বন্যাপ্রবণ দেশ। উজানের দেশগুলো (যেমন- ভারত, নেপাল, ভুটান, চীন) থেকে পানি এসে ভাটির দেশ বাংলাদেশের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে সেই পানি বঙ্গোপসাগরে গিয়ে পড়ে। পানি উন্নয়ন বোর্ডের পরিসংখ্যন অনুযায়ী বাংলাদেশে নদ-নদীর সংখ্যা প্রায় ২৩২টি। এই সব নদ-নদীতে প্রবাহিত পানির প্রায় ৯৫ ভাগ পানিই আসে উজানের দেশগুলো থেকে। সুতরাং বন্যা নিয়ন্ত্রণ বা প্রতিরোধ বাংলাদেশে কখনই সম্ভব নয়। সম্প্রতিকালে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বন্যার মাত্রা ও তীব্রতা বাংলাদেশে ক্রমাগতভাবে বাড়ছে। কোন কোন ক্ষেত্রে অবকাঠামোগত উন্নয়ন যেমন- বাংলাদেশের সব নদীর দুই পাশে উঁচু করে বাঁধ দিয়ে বন্যার ঝুঁকিকে কমানো সম্ভব। কিন্তু প্রয়োজনীয় সম্পদের অভাবে বাংলাদেশ সে কথা ভাবতে পারে না। এমতাবস্থায় বাস্তবতার আলোকে পারিবারিক, সামাজিক এবং সাংগঠনিক পর্যায়ে বন্যার ঝুঁকি কমানোর ক্ষেত্রে সঠিক প্রস্তুতি গ্রহণের কোন বিকল্প নেই। আর সঠিক প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য প্রয়োজন সঠিক সময়ে বন্যার আগাম সংবাদ সম্পর্কে সবাইকে অবগত করা।

বাংলাদেশে এখনও তৃণমূল পর্যায়ে ঘূর্ণিঝড় সংকেত প্রচারের মত বন্যার আগাম সংবাদ প্রচার ব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি। পানি উন্নয়ন বোর্ডের বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র দীর্ঘদিন যাবত বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয়ভাবে বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কবার্তা প্রচার করে আসছে। কিন্তু নানা কারণেই বন্যাপ্রবণ অঞ্চলের মানুষ সেই সংবাদ পায় না। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে সংবাদ পেলেও সংবাদের অর্থ বুঝতে পারে না। বাস্তব এই প্রেক্ষাপটে বন্যার ঝুঁকি কমানোর ক্ষেত্রে স্থানীয় পর্যায়ে সহজবোধ্য ভাবে এবং স্থানীয় মাধ্যম ব্যবহার করে বন্যার পূর্বাভাস ও সতর্ক সংকেত প্রচারের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আর সেই জন্যই প্রয়োজন বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্ক সংকেত প্রচার সম্পর্কে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জ্ঞান ও দক্ষতা উন্নয়ন করা।

এই প্রেক্ষাপটকে বিবেচনা করেই এই মডিউলটি তৈরী করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ সম্পর্কে ইউরোপীয় ইউনিয়নের অর্থায়নে কেয়ার বাংলাদেশ ও তিনটি সহযোগী সহযোগি সংস্থা কতৃক পরিচালিত 'ফুড সিকিউরিটি ফর দ্যা আলট্রা পুওর ইন দ্যা হাওর রিজিওন(এফ এস ইউ পি) প্রকল্পের গ্রাম উন্নয়ন কমিটি ও একতা সদস্যদের জ্ঞান ও দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে এলাকার বন্যা ঝুঁকি হ্রাস। নিরাপদ ও কেয়ার বাংলাদেশ আশা করছে বন্যা ঝুঁকিহ্রাসে এই মডিউলটি জনগণের ক্ষমতায়নে কার্যকর ভূমিকা রাখবে।

মডিউল ব্যবহারকারী

অভিজ্ঞ প্রশিক্ষক/সহায়ক

অংশগ্রহণকারী

এই প্রশিক্ষণের অংশগ্রহণকারী গ্রাম উন্নয়ন কমিটি ও একতার সদস্যবৃন্দ

প্রশিক্ষণ পদ্ধতি

প্রশিক্ষণের সময়কাল, অংশগ্রহণকারীদের ধরণ, প্রশিক্ষণের সম্ভাব্য ভেন্যু বিবেচনা করে কিছু কার্যকর অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি সাহায্যে কোর্সটি পরিচালিত হবে ।

পদ্ধতিসমূহ

- মস্তিষ্ক ঝড়
- বক্তৃতা আলোচনা
- প্রদর্শণ
- উন্মুক্ত আলোচনা
- ছোট দলে আলোচনা
- ভূমিকা অভিনয়
- জোড়া দলে আলোচনা
- ঘটনা বিশ্লেষণ
- অভিজ্ঞতা বিনিময়
- গল্প বলা

প্রশিক্ষণ উপকরণ

হোয়াইট বোর্ড, বোর্ড মার্কার, পোস্টার পেপার, পার্মানেন্ট মার্কার, সহায়ক তথ্য, ভিপকার্ড ।

মূল্যায়ন পদ্ধতি

- মৌখিক প্রশ্ন-উত্তর
- পর্যবেক্ষণ
- ফলাফল বিশ্লেষণ
- মুড মিটার

সহায়কের যে বিষয়গুলো বিবেচনায় রাখা প্রয়োজন-

প্রশিক্ষণের আগে

- অংশগ্রহণকারীদের প্রোফাইল সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ
- সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে প্রশিক্ষণ উপযোগী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্ধারণ করা।
- সম্ভব হলে প্রশিক্ষণ শুরুর আগের দিন অথবা প্রশিক্ষণ শুরুর আগেই প্রশিক্ষণ কক্ষ পরিদর্শন করে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন সাচ্ছন্দময় পরিবেশ, সম্ভব হলে ইউ (U) আকারে বসার ব্যবস্থা, পানীয় জল ও মেয়েদের জন্য আলাদা বাথরুমের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।
- প্রয়োজন অনুযায়ী প্রশিক্ষণে ব্যবহারের সামগ্রী যেমন- ফাইল, সাদা কাগজ, নাম কার্ড, কলম, পোস্টার কাগজ, মার্কার, বোর্ড, স্টেপলার, পাঞ্চিং মেশিন, ডাস্টার, স্কচ টেপ, মাস্কিং টেপ, ক্লিপ, পিন, ফটো কপিয়ার, ইত্যাদি জোগাড় করে রাখা এবং প্রদর্শন যোগ্য উপকরণ ব্যবহারের স্থান ও সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করা ।
- অংশগ্রণকারীদের দৈনিক উপস্থিত স্বাক্ষরের জন্য ফরম তৈরী করে রাখা।
- অংশগ্রহণকারীদের নেমকার্ড প্রস্তুত করে রাখা।
- অংশগ্রহণকারীদের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ সামগ্রী যা তারা প্রশিক্ষণে ব্যবহার করবে সে সব সংগ্রহ ও প্রস্তুত করে রাখা।
- সহায়ক নির্বাচন–অর্থাৎ কে কোন অধিবেশন পরিচালনা করবেন তা নির্ধারণ করে তাদের সাথে যোগাযোগ ও পূর্বপ্রস্তুতি নিশ্চিত করার জন্য মডিউল সরবরাহ করা।
- পাঠ পরিকল্পনা ও পরিচালনার আগে মডিউলে অন্তর্ভূক্ত সকল তথ্যাদি ভালভাবে পড়ে দেখা এবং প্রশিক্ষণের কোর্স সংশোধন, সংযোজন, বিয়োজন ও পরিমার্জন করার প্রয়োজন হলে পূর্বেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা।
- পাঠ পরিকল্পনা ও পরিচালনার আগে পদ্ধতি সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে সে অনুযায়ী প্রশিক্ষণ উপকরণ সংগ্রহ করা, প্রয়োজনে অংশগ্রহণকারীদের উপযোগী প্রশিক্ষণ উপকরণ প্রণয়ন করা।

প্রশিক্ষণ চলার সময়

- প্রশিক্ষণ পরিচালনার ক্ষেত্রে সহায়ক একজন সমন্বয়কের ভূমিকা পালন করবেন মাত্র, বিষয়টি স্মরণে রাখা।
- প্রতিদিন অধিবেশন শুরুর আগে অন্তত ১৫ মিনিট আগে প্রশিক্ষণ কক্ষে উপস্থিত হওয়া।
- যথাসময়ে অংশগ্রহণকারীদের প্রশিক্ষণ কক্ষে আসন গ্রহণ নিশ্চিত করা।
- অধিবেশন শুরু ও শেষে অংশগ্রহণকারীদের সাথে কুশলাদি ও শুভেচ্ছা বিনিময় করা।
- অধিবেশন পরিচালনার সময় সেশন গাইড, পোস্টার পেপার, মার্কার, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, সহায়ক তথ্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় উপকরণ সাজিয়ে নেয়া বা হাতের কাছে রাখা।
- অংশগ্রহণকারীদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে ধৈর্য ও সহনশীলতা বজায় রাখা।
- অংশগ্রহণকারীদের সহযোগিতা ও পরামর্শকে স্বাগত জানানো।
- অংশগ্রহণকারীদের যে জ্ঞান, দক্ষতা, অভিজ্ঞতা ও তথ্য আছে তা জানার চেষ্টা করা, তাদের ভূমিকাকে গুরুত্ব ও প্রাধান্য দেয়া।
- নিজস্ব বিশ্বাস, অভিজ্ঞতা ও মতামতকে প্রাধান্য বা চাপিয়ে দেয়া থেকে নিজেকে বিরত রাখা।
- আলোচনায় সকল অংশগ্রহণকারীকে সক্রিয় রাখা, প্রয়োজনে বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করা।
- দলীয় কাজের সময় অংশগ্রহণকারীদের সহযোগিতা করা ও তাদেরকে সঠিক দিকে পরিচালিত হতে সহযোগিতা করা।
- অবসরে অংশগ্রহণকারীদের সাথে মতবিনিময় ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করা।
- অধিবেশন পরিচালনার সময় মডিউল/ম্যানুয়াল বা সহায়ক তথ্য পড়া থেকে বিরত থাকা। এতে সহায়কের দক্ষতা সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের আস্থা কমে যেতে পারে।
- অধিবেশন পরিচালনার সময় দেশীয় বা স্থানীয় আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট বাস্তবতা ইত্যাদি বিবেচনায় রাখা।

- জলবায়ু পরিবর্তনের স্থানীয় লক্ষণসমূহ, দুর্যোগ, ঝুঁকি, ঝুঁকি মোকাবেলায় স্থানীয় অভিজ্ঞতাকে গুরুত্ব দেয়া।
- উদাহরণ দেয়ার ক্ষেত্রে দেশীয়/স্থানীয় ইতিহাস, সংস্কৃতি ও অভিজ্ঞতাভিত্তিক উদাহরণ উপস্থাপন করা।
- দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের অভিজ্ঞতা/ঘটনা দৃষ্টান্ত হিসেবে তুলে ধরা।
- অপ্রাসঙ্গিক আলাপ-আলোচনার দিকে যাবার প্রবণতা রোধ করা।
- প্রতিটি অধিবেশন শেষে শিখন বিষয়গুলো পূণঃআলোচনা করা।
- প্রতিটি অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীদের কাছে কিছু প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন উত্থাপন করা । যেমন– বন্যার সতর্ক বার্তা প্রচারের স্থানীয় কৌশল/অভিজ্ঞতাসমূহ কী, দুর্যোগ মোকাবেলায় কোন কোন সংস্থা সক্রিয় ভূমিকা পালন করে, কোন কোন সংস্থাকে আরো সক্রিয় করা সম্ভব ইত্যাদি। এ থেকে অনেক নতুন তথ্য বের হয়ে আসতে পারে।
- প্রতিটি অধিবেশন শেষে সম্পূরক সহায়ক তথ্য বিতরণ করা।

প্রশিক্ষণের পরে

- প্রতিবেদন প্রণয়নের জন্য অধিবেশন তথ্যসমূহ সংগ্রহ ও গ্রন্থনা করা এবং প্রশিক্ষণ প্রতিবেদন প্রণয়ন করা।
- প্রশিক্ষণ প্রতিবেদন অংশগ্রহণকারী এবং সংশ্লিষ্টদের কাছে প্রেরণ করা।
- নিয়মিত ব্যবধানে অংশগ্রহণকারীদের সাথে যোগাযোগ কার্যক্রম ফলোআপ করা।
- ব্যক্তি ও সংস্থা উভয় দিক থেকেই মতামত (feedback) নেয়া।

মডিউল ব্যবহার বিধি-

সহায়কের জন্য

- প্রথমেই মডিউলটির সূচিপত্র দেখে নিন।
- পুরো মডিউলটি একবার ভালভাবে পড়ে নিন। এতে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা তৈরি হবে।
- এরপর মডিউলের প্রতিটি অধিবেশন মনযোগ দিয়ে পড়ুন।
- প্রথমে শিরোনাম থেকে শুরু করুন। তারপর বিষয়, উদ্দেশ্য, পদ্ধতি ও কি কি উপকরণ ব্যবহার করতে হবে তা জেনে নিন।
- কোথাও কোন অসঙ্গতি কিংবা অস্পষ্টতা চোখে পড়লে বিষয়টি উর্ধ্বতন প্রশিক্ষকের সাথে আলোচনা করুন।
- এরপর প্রথমে যে অধিবেশনটি/গুলো উপস্থাপন করবেন সেই অংশটি বার বার পরে আত্মস্থ করুন।
- যে দিন যে বিষয়ে আলোচনা করবেন সে বিষয়টির প্রতিটি অংশ ভাল করে দেখে নিন। মানসিকভাবে নিজেকে প্রস্তুত করুন, কিভাবে অংশগ্রহণকারীদের সামনে বিষয়টি উপস্থাপন করলে আলোচনাটি সবাই বুঝতে পারবে, প্রাণবন্ত হবে।

সমাজভিত্তিক বন্যাপূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ বার্তাপ্রচার

অংশগ্রহণকারী ঃ **ভিডিসি ও একতা সদস্যবৃন্দ**

মেয়াদকাল ঃ ১ দিন

প্রশিক্ষণ কর্মসূচি

গময়	ডবষয়
৯.০০ - ৯.৩০	প্রাক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম
৯.৩০ - ১০.০০	বাংলাদেশে বন্যা
১০.০০ - ১০.৩০	বাংলাদেশে বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ ব্যবস্থা
১০.৩০ - ১১.০০	চা বিরতি
১১.০০ - ১১.৪৫	লোকজ ও স্থানীয় জ্ঞানের আলোকে বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ
১১.৪৫ - ১.০০	বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণে স্থানীয় দৃষ্টান্ত প্রতিষ্ঠা ও অনুশীলন
১.০০ - ২.০০	মধ্যাহ্ন বিরতি
২.০০ - ২.৩০	চলমান সেশন
২.৩০ - ৩.৩০	বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণে বার্তা প্রচার পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন
৩.৩০ - ৪.০০	চা বিরতি
৪.০০ - ৪.৩০	চলমান সেশন
৪.৩০ - ৫.০০	প্রশিক্ষণ উত্তর কার্যক্রম
৫.০০	প্রশিক্ষণ সমাপনী

সমাজভিত্তিক বন্যাপূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ বার্তাপ্রচার

অংশগ্রহণকারী ঃ **ভিডিসি ও একতা সদস্যবৃন্দ**

মেয়াদকাল ঃ ১ দিন

প্রশিক্ষণ কারিকুলাম

সেশন শিরোনাম	আলোচ্য বিষয়বস্তুসমূহ	উদ্দেশ্য	সময়	পদ্ধতি	উপকরণ
০১. প্রাক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম	১.১ উদ্বোধন ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা ১.২ অংশগ্রহণকারীদের পরিচিতি ১.৩ প্রত্যাশা যাচাই	এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ উদ্বোধন ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা, অংশগ্রহণকারীদের পরিচিতি, প্রত্যাশা যাচাই সম্পর্কে জানতে ও ব্যাখ্যা করতে পারবেন।	৩০ মিনিট	বক্তৃতা আলোচনা, লিখিত পোস্টার পেপার উপস্থাপনা, উদ্দীপক খেলা, জোড়া আলোচনা	হোয়াইট বোর্ড/পোস্টার পেপার/ফ্লিপচার্ট, বোর্ড মার্কার/পার্মানেন্ট মার্কার, মাস্কিন টেপ/ডক ক্লিপ, তথ্য সম্বলিত পোস্টার পেপার।
০২. বাংলাদেশে বন্যা	২.১ কারণ ২.২ প্রকারভেদ ২.৩ ইতিহাস ২.৪ ঝুঁকিপ্রবণ অঞ্চলসমূহ	এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ বাংলাদেশে বন্যার কারণ, প্রকারভেদ, ইতিহাস, ঝুঁকিপ্রবণ অঞ্চলসমূহ সম্পর্কে জানতে ও ব্যাখ্যা করতে পারবেন।	৩০ মিনিট	মস্তিষ্ক ঝড়, বক্তৃতা আলোচনা, লিখিত পোস্টার পেপার উপস্থাপনা, ম্যাপ প্রদর্শন	হোয়াইট বোর্ড/পোস্টার পেপার/ফ্লিপচার্ট, বোর্ড মার্কার/পার্মানেন্ট মার্কার, মাস্কিন টেপ/ডক ক্লিপ, তথ্য সম্বলিত পোস্টার পেপার, ম্যাপ।
০৩. বাংলাদেশে বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ ব্যবস্থা	৩.১ বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা ৩.২ বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ ব্যবস্থার রূপরেখা ৩.৩ বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতা	এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ বাংলাদেশে বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা, রূপরেখা এবং সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে জানতে ও ব্যাখ্যা করতে পারবেন।	৩০ মিনিট	মস্তিষ্ক ঝড়, বক্তৃতা আলোচনা, লিখিত পোস্টার পেপার উপস্থাপনা	হোয়াইট বোর্ড/পোস্টার পেপার/ফ্লিপচার্ট, বোর্ড মার্কার/পার্মানেন্ট মার্কার, মাস্কিন টেপ/ডক ক্লিপ, তথ্য সম্বলিত পোস্টার পেপার।
০৪. লোকজ ও স্থানীয় জ্ঞানের আলোকে বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ	৪.১ স্থানীয় অভিজ্ঞতা চিহ্নিতকরণ ও বিনিময় ৪.২ লোকজ ও স্থানীয় জ্ঞানের কার্যকারিতা ৪.৩ বন্যা ঝুঁকিহ্রাসে লোকজ ও স্থানীয় জ্ঞান প্রয়োগের সুযোগ/সম্ভাবনা	এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ স্থানীয় অভিজ্ঞতা চিহ্নিতকরণ ও বিনিময়, লোকজ ও স্থানীয় জ্ঞানের কার্যকারিতা, বন্যা ঝুঁকিহ্রাসে লোকজ ও স্থানীয় জ্ঞান প্রয়োগের সুযোগ/সম্ভাবনা সম্পর্কে জানতে ও ব্যাখ্যা করতে পারবেন।	৪৫ মিনিট	মস্তিষ্ক ঝড়, বক্তৃতা আলোচনা, লিখিত পোস্টার পেপার উপস্থাপনা	হোয়াইট বোর্ড/পোস্টার পেপার/ফ্লিপচার্ট, বোর্ড মার্কার/পার্মানেন্ট মার্কার, মাস্কিন টেপ/ডক ক্লিপ, তথ্য সম্বলিত পোস্টার পেপার।

সেশন শিরোনাম	আলোচ্য বিষয়বস্তুসমূহ	উদ্দেশ্য	সময়	পদ্ধতি	উপকরণ
০৫. বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণে স্থানীয় দৃষ্টান্ত প্রতিষ্ঠা ও অনুশীলন	৫.১ আগাম তথ্যসুত্র চিহ্নিতকরণ ও যোগাযোগ স্থাপন ৫.২ স্থানীয় বিপদসীমা নির্ধারণ ৫.৩ স্থানীয় ভাষায় বার্তা গঠন ৫.৪ পতাকার মাধ্যমে স্থানীয় সংকেত প্রচার ব্যবস্থা উন্নয়ন	এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ আগাম তথ্যসুত্র চিহ্নিতকরণ ও যোগাযোগ স্থাপন, স্থানীয় বিপদসীমা নির্ধারণ, স্থানীয় ভাষায় বার্তা গঠন, পতাকার মাধ্যমে স্থানীয় সংকেত প্রচার ব্যবস্থা উন্নয়ন সম্পর্কে জানতে ও ব্যাখ্যা করতে পারবেন।	১ ঘন্টা ৪৫ মিনিট	মস্তিষ্ক ঝড়, বক্তৃতা আলোচনা, লিখিত পোস্টার পেপার উপস্থাপনা	হোয়াইট বোর্ড/পোস্টার পেপার/ফ্লিপচার্ট, বোর্ড মার্কার/পার্মানেন্ট মার্কার, মাস্কিন টেপ/ডক ক্লিপ, লিখিত পোস্টার পেপার।
০৬. বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণে বার্তা প্রচার পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন	৬.১ স্থানীয় প্রচার মাধ্যমসমূহ চিহ্নিতকরণ ৬.২ প্রচারের স্থানসমূহ চিহ্নিতকরণ ৬.৩ আগাম সংবাদ সংগ্রহ, স্থানীয় ভাষায় বার্তাগঠন এবং বার্তা প্রচারের দায়দায়িত্ব বন্টন ৬.৪ বার্তা প্রচার পরিকল্পনা প্রণয়ন ৬.৫ মহড়ার মাধ্যমে বার্তা প্রচার পরিকল্পনা অনুশীলন	এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ স্থানীয় প্রচার মাধ্যমসমূহ চিহ্নিতকরণ, প্রচারের স্থানসমূহ চিহ্নিতকরণ, আগাম সংবাদ সংগ্রহ, স্থানীয় ভাষায় বার্তাগঠন এবং বার্তা প্রচারের দায়দায়িত্ব বন্টন, বার্তা প্রচার পরিকল্পনা প্রণয়ন, মহড়ার মাধ্যমে বার্তা প্রচার পরিকল্পনা অনুশীলন সম্পর্কে জানতে ও ব্যাখ্যা করতে পারবেন।	১ ঘন্টা ৩০ মিনিট	মস্তিষ্ক ঝড়, বক্তৃতা আলোচনা, লিখিত পোস্টার পেপার উপস্থাপনা, উপস্থাপন	হোয়াইট বোর্ড/পোস্টার পেপার/ফ্লিপচার্ট, বোর্ড মার্কার/পার্মানেন্ট মার্কার, মাস্কিন টেপ/ডক ক্লিপ, লিখিত পোস্টার পেপার।
০৭. প্রশিক্ষণ উত্তর কার্যক্রম	৭.১ প্রশিক্ষন পরবর্তী কর্ম পরিকল্পনা ৭.২ প্রশিক্ষন মূল্যায়ন	এই সেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ প্রশিক্ষণ পরিবর্তীতে অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতার আলোকে পরবর্তী কার্যক্রম নির্ধারণ ও শিক্ষণ সম্পর্কে জানতে, বুঝতে এবং অন্যদের কাছে ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হবেন।	৩০ মিনিট	মস্তিষ্ক ঝড়, বক্তৃতা আলোচনা, দলীয় আলোচনা, মুডমিটার	হোয়াইট বোর্ড/পোস্টার পেপার/ফ্লিপচার্ট, বোর্ড মার্কার/পার্মানেন্ট মার্কার, মাস্কিন টেপ/ডক ক্লিপ, মুডমিটার ছক।

অধিবেশন ০১: প্রাক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

আলোচ্য বিষয়বস্তু

১.১ উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা
১.২ অংশগ্রহণকারীদের পরিচিতি
১.৩ প্রত্যাশা যাচাই

উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা, অংশগ্রহণকারীদের পরিচিতি, প্রত্যাশা যাচাই সম্পর্কে জানতে ও ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

পদ্ধতি

মস্তিষ্ক ঝড়, বক্তৃতা আলোচনা, লিখিত পোস্টার পেপার উপস্থাপনা, উদ্দীপক খেলা, জোড়া আলোচনা

উপকরণ

হোয়াইট বোর্ড/পোস্টার পেপার/ফ্লিপচার্ট, বোর্ড মার্কার/পার্মানেন্ট মার্কার, মাস্কিন টেপ/ডক ক্লিপ।

সময়

৩০ মিনিট

অধিবেশন পরিচালনা প্রক্রিয়া

শিক্ষণ পর্যায়	অধিবেশন পরিচালনা প্রক্রিয়া	গময়
১.১	• অধিবেশনের শুরুতে সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশনের কার্যক্রম শুরু করবেন। • বক্তৃতা আলোচনার মাধ্যমে প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সকল অংশগ্রহণকারীদের অবগত করবেন। এক্ষেত্রে সহায়ক (**সহায়ক তথ্য ১.১**) এর সহযোগিতা নেবেন।	৫ মিনিট
১.২	• সহায়ক সৃজনশীল উদ্দীপক খেলার মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীদের জড়তা মোচন করবেন। অংশগ্রহণকারীদের এক জনের সাথে অন্যজনকে পরিচয় করিয়ে দেবেন। এক্ষেত্রে সহায়ক **(সহায়ক তথ্য ১.২)** এর সহযোগিতা নেবেন।	১৫ মিনিট
১.৩	• সহায়ক এই প্রশিক্ষণ থেকে অংশগ্রহণকারীগণ সমাজভিত্তিক বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ বার্তা প্রচার প্রশিক্ষণের আলোকে কোন কোন বিষয় সম্পর্কে জানতে বা শিখতে আগ্রহী সে সম্পর্কে পাশাপাশি দুইজনকে আলোচনা করে ঠিক করতে বলবেন। • অংশগ্রহণকারীদের প্রতিটি জোড়ার কাছ থেকে বিষয়গুলোকে জানবেন এবং পোস্টার পেপার অথবা ফ্লিপচার্টে লিপিবদ্ধ করবেন। • লিখিত পোস্টার পেপারটি সকল অংশগ্রহণকারীর দৃষ্টিতে আসে প্রশিক্ষণ কক্ষের এমনস্থানে টাঙিয়ে দেবেন। • প্রশ্ন করার মাধ্যমে সেশনের শিখন সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের প্রতিবার্তা নেবেন এবং সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশনের কার্যক্রম শেষ করবেন।	১০ মিনিট

সহায়ক তথ্য - ১.১

প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য

- হাওর এলাকার জনগোষ্ঠীদেরকে বন্যার পূর্বাভাস সম্পর্কে ধারনা দেয়া ও আগাম বন্যা সতর্কবার্তা পৌঁছানো যাতে তারা ফসল ঘরে তুলতে পারে।
- একটি কার্যকরী বন্যা পূর্বাভাস মাধ্যম ও প্রক্রিয়া গড়ে তোলা যাতে সময়মতো তথ্য পাওয়া যায় এবং এ তথ্য গ্রামীন জনগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছে যায়।
- জনগোষ্ঠী ও ইউনিয়ন পরিষদের পূর্বাভাস ব্যবস্থাপনার মধ্যে সমন্বয় তৈরী করা

সহায়ক তথ্য - ১.২

জড়তা মোচন ও পরিচয় পর্ব পরিচালনার গাইড লাইন

- সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের সমান দুই ভাগে বিভক্ত করবেন।
- এরপর সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের প্রশিক্ষণ কক্ষের মাঝখানে দু'টি বৃত্তে মুখোমুখি দাঁড়াতে বলবেন।
- একভাগ ভেতরে বৃত্তাকারে দাঁড়াবেন, অন্যভাগ বাইরের দিকে বৃত্তাকারে দাঁড়াবেন।
- সহায়ক একটি গান অথবা বাজনা শুরু করবেন।
- গান/বাজনার সাথে সাথে ভেতরের বৃত্তের প্রশিক্ষণার্থীরা ডানদিকে এবং বাইরের বৃত্তের প্রশিক্ষণার্থীরা বামদিকে ঘুরতে শুরু করবেন।
- সহায়ক হঠাৎ গান/বাজনা থামিয়ে দেবেন। সাথে সাথে প্রশিক্ষণার্থীরাও থেমে পড়বেন।
- ভেতরের বৃত্তের একজন এবং বাইরের বৃত্তের একজন মুখোমুখি দাঁড়াবেন এবং তারা জোড়া বাঁধবেন।
- প্রশিক্ষণার্থীরা যদি পরস্পর মুখোমুখি দাঁড়াতে ব্যর্থ হন তবে সহায়ক দ্বিতীয়বার গান/বাজনা শুরু করবেন এবং প্রশিক্ষণার্থীদের আবারও অংশগ্রহণ করতে বলবেন।
- জোড়া বাঁধার পর সহায়ক প্রশিক্ষণার্থীদের ৫ মিনিট সময় দেবেন একে অপরকে জানার জন্যে। সহায়ক বলবেন যেহেতু আমরা সবাই একই এলাকার মানুষ। আমরা প্রত্যেকে প্রত্যেককে চিনি। আমরা এখন একজন আরেকজনের কাছে এমন কিছু জানতে চাইবো যা সাধারণত আমাদের জানা হয়ে ওঠে না। হতে পারে তিনি ছোট বেলায় কোনদিন ভূতের ভয় পেয়েছিলেন। কিংবা তার শ্বশুর বাড়ীর কথা বা স্ত্রীকে প্রথম দর্শনের কথা ইত্যাদি।
- ৫ মিনিট পর সহায়ক প্রত্যেক জোড়াকে অনুরোধ জানাবেন একে একে পরস্পর পরস্পরকে পরিচয় করিয়ে দেবার জন্যে। (সময় সংক্ষেপের কারণে সহায়ক এখানে সৃজনশীল কোনো কৌশল ব্যবহার করতে পারেন)।
- এক্ষেত্রে একজন আরেকজনের নাম, কর্মস্থান এবং না জানা তথ্য যা আজই জেনেছেন তা জানাবেন।
- যাকে পরিচয় করিয়ে দেয়া হবে তিনি যেকোন ছড়া বা কবিতার অথবা গানের প্রথম দুই লাইন বলবেন। স্থানীয় প্রবাদ বা প্রচলিত কোন উক্তিও বলতে পারেন। তবে সবাইকে তা যেন আনন্দ দেয়।
- খেয়াল রাখতে হবে যিনি যাই বলুন তা যেন অবশ্যই সংক্ষিপ্ত হয়।
- এমনিভাবে পরস্পর পরস্পকে পরিচয় করিয়ে দেবেন।
- ফলে দেখা যাবে প্রশিক্ষণ পরিবেশ তৈরী হয়েছে এবং সকলেই পরস্পরকে জানতে পেরেছেন।

অধিবেশন ০২: বাংলাদেশে বন্যা

আলোচ্য বিষয়বস্তু

২.১ বাংলাদেশে বন্যার কারণ
২.২ প্রকারভেদ
২.৩ ইতিহাস
২.৪ ঝুঁকিপ্রবণ অঞ্চলসমূহ

উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ বাংলাদেশে বন্যা কারণ, প্রকারভেদ, ইতিহাস, ঝুঁকিপ্রবণ অঞ্চলসমূহ সম্পর্কে জানতে ও ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

পদ্ধতি

মস্তিষ্ক ঝড়, বক্তৃতা আলোচনা, লিখিত পোস্টার পেপার উপস্থাপনা, ম্যাপ প্রদর্শন

উপকরণ

হোয়াইট বোর্ড/পোস্টার পেপার/ফ্লিপচার্ট, বোর্ড মার্কার/পার্মানেন্ট মার্কার, মাস্কিন টেপ/ডক ক্লিপ, লিখিত পোস্টার পেপার, ম্যাপ।

সময়

৩০ মিনিট

অধিবেশন পরিচালনা প্রক্রিয়া

শিক্ষণ পর্যায়	অধিবেশন পরিচালনা প্রক্রিয়া	সময়
২.১	• অধিবেশনের শুরুতে সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের ধন্যবাদ জানিয়ে সেশনের কার্যক্রম শুরু করবেন। • প্রশ্ন করার মাধ্যমে বন্যার কারণ সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের ধারণাগুলোকে জানবেন এবং হোয়াইট বোর্ড/পোস্টার পেপার/ফ্লিপচার্টে লিপিবদ্ধ করবেন। • বাংলাদেশে বন্যার কারণ সম্পর্কে **(সহায়ক তথ্য ২.১)** এর আলোকে অংশগ্রহণকারীদের অবগত করবেন।	১০ মিনিট
২.২	• প্রশ্ন করার মাধ্যমে বন্যার প্রকারভেদ সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের ধারণাগুলো জানবেন এবং হোয়াইট বোর্ড/পোস্টার পেপার/ফ্লিপচার্টে লিপিবদ্ধ করবেন। • বাংলাদেশে বন্যার প্রকারভেদ সম্পর্কে **(সহায়ক তথ্য ২.২)** এর আলোকে অংশগ্রহণকারীদের অবগত করবেন।	৫ মিনিট
২.৩	• প্রশ্ন করার মাধ্যমে বন্যার ইতিহাস সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের ধারণাগুলো জানবেন এবং হোয়াইট বোর্ড/পোস্টার পেপার/ফ্লিপচার্টে লিপিবদ্ধ করবেন। • বন্যার ইতিহাস সম্পর্কে **(সহায়ক তথ্য ২.৩)** এর আলোকে অংশগ্রহণকারীদের অবগত করবেন।	৫ মিনিট
২.৪	• ঝুঁকির মানচিত্র প্রদর্শনের মাধ্যমে বাংলাদেশে বন্যা ঝুঁকিপ্রবণ অঞ্চল সম্পর্কে **(সহায়ক তথ্য ২.৪)** অনুযায়ী অংশগ্রহণকারীদের অবগত করবেন। • প্রশ্ন করার মাধ্যমে সেশনের শিখন সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের প্রতিবার্তা নেবেন এবং সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশনের কার্যক্রম শেষ করবেন।	১০ মিনিট

সহায়ক তথ্য - ২.১

বন্যা

বন্যা বাংলাদেশে স্বাভাবিক প্রাকৃতিক দুর্যোগ। প্রতি বছর বন্যা মৌসুমে (আষাঢ় থেকে আশ্বিন মাস) এ দেশের উত্তরাঞ্চলে বন্যা হয়ে থাকে। কোন কোন বছর বন্যা ব্যাপক আকার ধারণ করে। বর্ষা মৌসুমে এ দেশে বন্যা হয় তার প্রধান করণ হল- উজানের দেশগুলো থেকে বিপুল পরিমাণ জলরাশি এসে বাংলাদেশের ব্যাপক এলাকা ভাসিয়ে দেয়। বর্ষা মৌসুমে উজানের দেশ ভারত, ভূটান, নেপাল ও চীন থেকে ৯২ থেকে ৯৬ ভাগ পানি ঢল আকারে নেমে আসে। ফলে বন্যায় মানুষের জীবন ও সম্পদের বিপুল পরিমাণ ক্ষয়ক্ষতি হয়। যেহেতু বাংলাদেশে বন্যা প্রাকৃতিক ও স্বাভাবিক ঘটনা, তাই বন্যা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়। তবে আগে থেকে পূর্ব-প্রস্তুতি নিলে বন্যার ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ অনেক কমানো যায়।

বন্যার কারণ

- বাংলাদেশকে বলা হয় নদীমাতৃক দেশ। বাংলাদেশে ছোট বড় প্রায় ২৩০টি নদী আছে।
- বাংলাদেশের ভৌগলিক অবস্থান ভাটির দিকে।
- বাংলাদেশের উজানের আছে ভারত, নেপাল, ভুটান, চীন।
- নেপাল, ভারত, চীন এই দেশগুলোর উপর দিয়ে গেছে পৃথিবীর সবচাইতে বড় পর্বতমালা হিমালয়।
- বাংলাদেশের প্রধান নদী হল পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, ব্রহ্মপুত্র।
- হিমালয়ের চূড়ায় আছে প্রচুর তুষার বা বরফ। গ্রীষ্মকালে এই বরফ গলা শুরু করে। এই বরফগলা পানি হিমালয় থেকে জন্ম নেওয়া নদী দিয়ে প্রবাহিত হয়। যা বাংলাদেশের প্রধান নদী পদ্মা, মেঘনা ও ব্রহ্মপ্রত্র দিয়ে প্রবাহিত হয়।
- বর্ষাকালে ভারতের আসাম অঞ্চলে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় এই বৃষ্টির ঢল বাংলাদেশে প্রবাহিত হয়।
- এ ছাড়া আসাম ও মেঘালয় অঞ্চলে অনেক পাহাড় আছে। বর্ষাকালে এ অঞ্চলের পাহাড়ি ঢলের পানিও বাংলাদেশের ছোট বড় অসংখ্য নদী দিয়ে প্রবাহিত হয়। বিশেষ করে সিলেট অঞ্চলে এ কারণে প্রতি বছর বন্যা হয়।
- মৌসুমী ছাড়াও বাংলাদেশে আরো কয়েক ধরনের বন্যা হয়-ক) ঝটকা/হঠাৎ বন্যা; খ) বড় নদীর পানি বৃদ্ধি জনিত বন্যা; গ) অতি বৃষ্টিপাতের ফলে বন্যা; ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের ফলে বন্যা।
- বন্যার পানির সাথে প্রতি বছর পাহাড়ি বালু, পানি ও নুড়ি পাথর ভেসে আসে। ফলে নদীর তলদেশ ভরাট হয়। নদীর নাব্যতা কমে যায়। বর্ষাকালে নদীগুলো বিশাল পরিমাণ পানি ধারণ করতে পারে না। ফলে নদীর দু পাড় উপচে বন্যা হয়। বন্যার ফলে ভেসে যায় গ্রামের পর গ্রাম, মাঠঘাট, ঘরবাড়ি, হাটবাজার, রাস্তাঘাট। মানুষ হয়ে পড়ে পানিবন্দী।
- উন্নয়ন কর্মকান্ডে সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনার অভাব।

সহায়ক তথ্য - ২.২

বন্যার প্রকারভেদ

বাংলাদেশে সংঘটিত বন্যাকে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়-

ক. মৌসুমি বন্যা

এই বন্যা ঋতুগত; সাধারণত বাংলার আষাঢ় থেকে ভাদ্র মাসে এবং ইংরেজির জুন থেকে আগষ্ট মাসে হয়ে থাকে। এ ধরণের বন্যার বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী নদ-নদীর পানি ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পায় এবং বিস্তৃর্ণ এলাকা প্লাবিত করে ব্যাপক জীবন ও সম্পদের ক্ষতি সাধন করে। এই বন্যা গঙ্গা ও ব্রক্ষ্মপুত্র প্লাবনভূমি এলাকায় যেমন- দেশের উত্তর অঞ্চল, উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল সহ, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের কিছু অংশ সংঘটিত হয়।

খ. আকস্মিক বন্যা

উঁচু বা পাহাড়ি অঞ্চলে প্রবল বৃষ্টিপাতের কারণে আকস্মিক পাহাড়ি ঢল কিংবা প্রাকৃতিক অথবা মানবসৃষ্ট কারণে বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ ভেঙ্গে আকস্মিক বন্যা সংঘটিত হয়। এই বন্যা চট্টগ্রাম নদী প্রণালী এলাকা, মেঘনা প্লাবন ভূমি অঞ্চল, উত্তর পূর্বাঞ্চলের কিছু অংশ এবং উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের কিছু অংশ দেখা যায়।

গ. জোয়ার সৃষ্ট বন্যা

সাধারণত সমুদ্রে অতিরিক্ত জোয়ারের কারণে এ ধরণের বন্যা হয়ে থাকে। স্বল্প মেয়াদী এই বন্যার উচ্চতা সাধারণত ৩ থেকে ৬ মিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে এবং ভূ-ভাগের নিস্কাশন প্রনালীকে আবদ্ধ করে ফেলে। এ ধরণের বন্যা উপকূলীয় অঞ্চলে সংঘটিত হয়।

এছাড়াও কোন স্থানে যদি একটানা ৩০০ মিলিমিটারের বেশী বৃষ্টিপাত হয় তবে সেই বৃষ্টিপাতের কারণে ঐ এলাকায় তাৎক্ষনিকভাবে স্বল্প মেয়াদকালের জন্য বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে।

সহায়ক তথ্য - ২.৩

বাংলাদেশে ১৯৮৭ সাল থেকে ২০০৭ সাল পর্যন্ত কয়েকটি বড় ধরণের বন্যার ইতিহাস

১৯৮৭	প্রায় ৫৭,৩০০ বর্গ কিলোমিটার এলাকা ক্ষতিগ্রস্ত (সমগ্র দেশের ৩৯ শতাংশ এলাকা) হয়। দেশের ভেতরে এবং বাইরে অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতই বন্যার প্রধান কারণ ছিল। ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিমাঞ্চলে, গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র সংযোগস্থলের নিম্নাঞ্চল, খুলনার উত্তরাংশ এবং মেঘালয় পাহাড়ের সংলগ্ন অঞ্চল বন্যা কবলিত হয়।
১৯৮৮	প্রায় ৮৯,৯৭০ বর্গ কিলোমিটার এলাকা ক্ষতিগ্রস্ত (সমগ্র দেশের ৬১ শতাংশ এলাকা)। বৃষ্টিপাত এবং একই সময় (তিন দিনের মধ্যে) দেশের প্রধান তিনটি নদ-নদীতে পানি প্রবাহের ফলে ফলে বন্যার বিস্তার ঘটে। বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা শহরও প্লাবিত হয়। বন্যার স্থায়িত্ব ছিলো ১৫ থেকে ২০ দিন।
১৯৯৮	সমগ্র দেশের দুই-তৃতীয়াংশের বেশী এলাকা দুই মাসের অধিক সময় বন্যা কবলিত হয়। প্রায় ১,০০,২৫০ বর্গ কিলোমিটার এলাকা (সমগ্র দেশের ৬৮ শতাংশ) বন্যায় প্লাবিত হয়। বন্যার ব্যাপ্তি অনুযায়ী এটি ১৯৮৮ সালের বন্যার সাথে তুলনীয়। ব্যাপক বৃষ্টিপাত, একই সময়ে দেশের প্রধান তিনটি নদ-নদীতে পানি প্রবাহের ফলে এবং ব্যাক ওয়াটার এ্যাফেক্টের কারণে এই বন্যা ঘটে।
২০০২	উত্তরবঙ্গ সহ দেশের প্রায় ৩৬টি জেলায় বন্যায় ক্ষতি হয়। এই বন্যায় ৭৬,০৭,৮৩৭ মানুষ, ব্যাপক ফসল, গবাদিপশু, ঘর-বাড়ি, রাস্তা, বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ সহ অনেক স্থাপনা ও অবকাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত হয়।
২০০৪	দেশের ৩৯টি জেলা (সমগ্র দেশের ৩৮ শতাংশ এলাকা) বন্যা কবলিত হয়। ৭৪৭ জনের মৃত্যু এবং ৩,৬৩,৩৭,৯৪৪ বন্যায় কবলিত হয়। ব্যাপক ফসল, গবাদিপশু, ঘর-বাড়ি, রাস্তা, বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধসহ অনেক স্থাপনা ও অবকাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত হয়। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ও বন্যা ব্যবস্থাপনার ব্যর্থতাকে দায়ী করা হয়।
২০০৭	দেশের ৪৭টি জেলা বন্যা কবলিত হয়। ৯৭০ জনের মৃত্যু এবং ১,৩৩,৪৩,৮০২ জন আক্রান্ত হয়। ব্যাপক ফসল, গবাদিপশু, ঘর-বাড়ি, রাস্তা, বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধসহ অনেক স্থাপনা ও অবকাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত হয়। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ও বন্যা ব্যবস্থাপনার ব্যর্থতা এই দুর্যোগের কারণ।

সহায়ক তথ্য - ২.৪

ঝুঁকিপ্রবণ অঞ্চলসমূহ

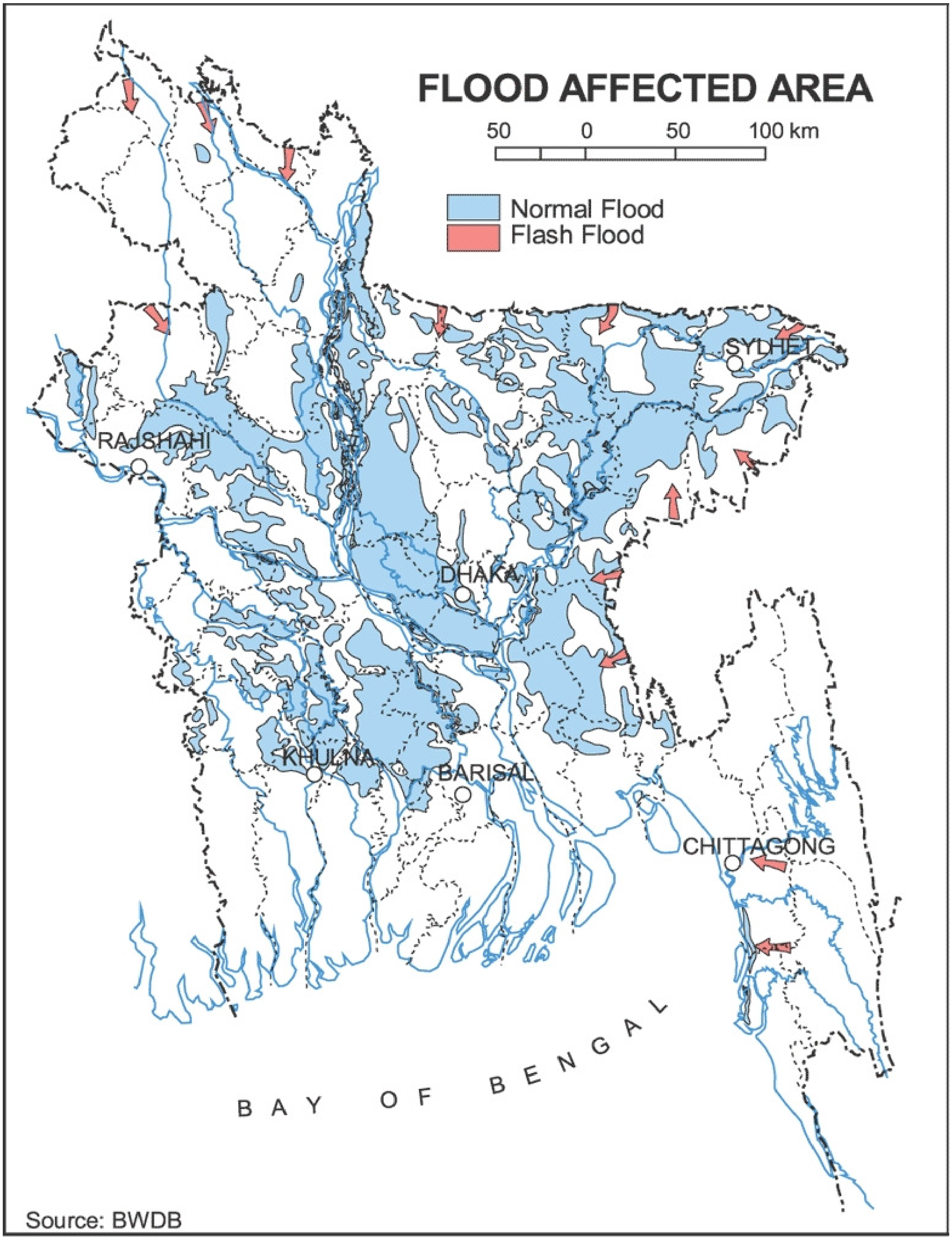

অধিবেশন ০৩: বাংলাদেশে বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ ব্যবস্থা

আলোচ্য বিষয়বস্তু

৩.১ বাংলাদেশে বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা
৩.২বাংলাদেশে বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ ব্যবস্থার রূপরেখা
৩.৩বাংলাদেশে বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতা

উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ বাংলাদেশে বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা, রূপরেখা এবং সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে জানতে ও ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

পদ্ধতি

মস্তিষ্ক ঝড়, বক্তৃতা আলোচনা, লিখিত পোস্টার পেপার উপস্থাপনা

উপকরণ

হোয়াইট বোর্ড/পোস্টার পেপার/ফ্লিপচার্ট, বোর্ড মার্কার/পার্মানেন্ট মার্কার, মাস্কিন টেপ/ডক ক্লিপ, লিখিত পোস্টার পেপার।

সময়

৩০ মিনিট

অধিবেশন পরিচালনা প্রক্রিয়া

শিক্ষণ পর্যায়	অধিবেশন পরিচালনা প্রক্রিয়া	সময়
৩.১	• অধিবেশনের শুরুতে সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের ধন্যবাদ জানিয়ে সেশনের কার্যক্রম শুরু করবেন। • সতর্ক সংকেত ও দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসে সতর্ক সংকেতের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের ধারণাগুলোকে জানবেন এবং পোস্টার পেপার/বোর্ডে লিপিবদ্ধ করবেন। • সতর্কবার্তা ও এর প্রয়োজনীয়তা লিখিত পোষ্টার পেপার/পাওয়ার পয়েন্ট প্রদর্শনের মাধ্যমে **(সহায়ক তথ্য ৩.১ অনুযায়ী)** সতর্ক সংকেত ও দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসে এর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অংশগ্রহণমূলক আলোচনার মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীদের ধারণাগুলোকে আরও স্বচ্ছ করবেন।	১০ মিনিট
৩.২	• পোস্টার পেপার/ পাওয়ার পয়েন্ট প্রদর্শনের মাধ্যমে **(সহায়ক তথ্য ৩.২ অনুযায়ী)** বাংলাদেশের বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ ব্যবস্থার রূপরেখা অংশগ্রহণকারীদের সামনে উপস্থাপনা করবেন এবং এ সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের মতামতগুলোকে জানবেন।	১০ মিনিট
৩.৩	• পূর্ববর্তী আলোচনার আলোকে প্রচলিত বন্যা সতর্কবার্তা প্রচারের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের মতামতগুলো জানবেন এবং লিপিবদ্ধ করবেন। • পোস্টার/পাওয়ার পয়েন্ট **(সহায়ক তথ্য ৩.৩ অনুযায়ী)** প্রদর্শন মাধ্যমে প্রচলিত বন্যা সতর্কবার্তা প্রচারের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের সাথে অংশগ্রহণমূলক আলোচনা করবেন। • প্রশ্ন করার মাধ্যমে সেশনের শিখন সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের প্রতিবার্তা নেবেন এবং সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশনের কার্যক্রম শেষ করবেন।	১০ মিনিট

সহায়ক তথ্য - ৩.১

বাংলাদেশে বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা

- ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে বাংলাদেশে প্রতি বছর বন্যা হয়।
- বাংলাদেশ ভাটির দেশ এবং উজানের দেশগুলো (ভারত, নেপাল, ভুটান, চীন) থেকে নেমে আসা পানি বাংলাদেশের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বঙ্গোপসাগরে যায়।
- বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ। পানি উন্নয়ন বোর্ডের পরিসংখ্যান অনুযায়ী বাংলাদেশে প্রায় ২৩২টি নদী আছে।
- এই সব নদ-নদী দিয়ে যে পানি প্রবাহিত হয় তার প্রায় ৯৫ ভাগ পানিই আসে উজানের দেশগুলো থেকে।
- তাই বাংলাদেশে বন্যা নিয়ন্ত্রণ বা প্রতিরোধ কখনই সম্ভব নয়।
- বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ দরিদ্র হওয়ার কারণে তাদের অবকাঠামো (বাড়ী-ঘর) খুবই দূর্বল।
- জীবন ও সম্পদ রক্ষায় প্রয়োজনীয় বাঁধের অভাব।
- জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বাংলাদেশে বন্যার মাত্রা ও তীব্রতা ক্রমাগতভাবে বাড়ছে।
- সঠিক প্রস্তুতিই পারে নিশ্চিতভাবে বন্যার ঝুঁকি কমাতে।
- সঠিক প্রস্তুতি গ্রহণ নির্ভর করে আগাম সতর্ক সংকেতের উপর।
- সতর্ক সংকেত যদি সঠিক সময়ে পারিবারিক ও সামাজিক পর্যায়ে প্রচার করা যায় তবে অবশ্যই সেই আগাম সংকেত অনুযায়ী কার্যকর প্রস্তুতি পারিবারিক এবং সামাজিক পর্যায়ে বন্যা ঝুঁকি কমাতে কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

সহায়ক তথ্য - ৩.২

বাংলাদেশে বন্যাপূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্রের রূপরেখা

বার্তা প্রদানকারী	মাধ্যম	বার্তা প্রাপক	
		প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়	পারিবারিক ও সামাজিক পর্যায়
পানি উন্নয়ন বোর্ডের বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র	• ফ্যাক্স • ইন্টারনেট • টেলিফোন • বার্তাবাহক	• রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়সহ অন্যান্য মন্ত্রণালয় • বিভিন্ন বিভাগের প্রধান • দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো • রেডিও টেলিভিশন • সংবাদপত্র • পানি উন্নয়ন বোর্ডের আঞ্চলিক ও জেলা পর্যায়ের কার্যালয়	?

বার্তার ধরণ

আগামী ২৪ থেকে ৪৮ ঘন্টার মধ্যে সিরাজগঞ্জ পয়েন্টের কাছে যমুনা নদীর পানি ২০ সেন্টিমিটার বৃদ্ধি পেয়ে বিপদসীমার ১০ সেন্টিমিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

সহায়ক তথ্য - ৩.৩

প্রচলিত বন্যা সতর্ক বার্তা প্রচার ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতা

- গ্রামের মানুষের রেডিও-টেলিভিশন না থাকার কারণে এবং শিক্ষার হার কম হওয়ায় রেডিও-টেলিভিশন ও পত্র-পত্রিকা থেকে বন্যার আগাম সংবাদ পায় না ।
- গ্রামের মানুষ মিলিমিটার ও সেন্টিমিটার বোঝে না, ফলে গ্রামের মানুষের কাছে প্রচলিত বন্যা সতর্কীকরণ বার্তার কোন বোধগম্যতা নেই ।
- প্রচলিত বন্যা সতর্কীকরণ বার্তায় কোন একটি বড় নদীর নির্দিষ্ট স্থানের পানির হ্রাস-বৃদ্ধির তথ্য দেয়া হয় । কিন্তু এর প্রভাবে কোন একটি নির্দিষ্ট এলাকায় কি হতে পারে সে বিষয়ে কোন কিছু বলা হয় না । ফলে স্থানীয়ভাবে এই বার্তার গ্রহণযোগ্যতা খুবই কম ।
- অঞ্চলভিত্তিক স্থানীয় লোকজনের বোধগম্য ভাষায় বার্তা প্রচার ব্যবস্থা না থাকা ।
- বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র আকস্মিক বন্যার পূর্বাভাস ও সতর্ক বার্তা প্রচারে এখনও সক্ষম হয়নি ।

অধিবেশন ০৪: লোকজ ও স্থানীয় জ্ঞানের আলোকে বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ

আলোচ্য বিষয়বস্তু

৪.১ স্থানীয় অভিজ্ঞতা চিহ্নিতকরণ ও বিনিময়
৪.২লোকজ ও স্থানীয় জ্ঞানের কার্যকারিতা
৪.৩বন্যা ঝুঁকি হ্রাসে লোকজ ও স্থানীয় জ্ঞান প্রয়োগের সুযোগ/সম্ভাবনা

উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ স্থানীয় অভিজ্ঞতা চিহ্নিতকরণ ও বিনিময়, লোকজ ও স্থানীয় জ্ঞানের কার্যকারিতা, বন্যা ঝুঁকি হ্রাসে লোকজ ও স্থানীয় জ্ঞান প্রয়োগের সুযোগ/সম্ভাবনা সম্পর্কে জানতে ও ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

পদ্ধতি

মস্তিষ্ক ঝড়, বক্তৃতা আলোচনা, লিখিত পোস্টার পেপার উপস্থাপনা

উপকরণ

হোয়াইট বোর্ড/পোস্টার পেপার/ফ্লিপচার্ট, বোর্ড মার্কার/পার্মানেন্ট মার্কার, মাস্কিন টেপ/ডক ক্লিপ, লিখিত পোস্টার পেপার।

সময়

৪৫ মিনিট

অধিবেশন পরিচালনা প্রক্রিয়া

শিক্ষণ পর্যায়	অধিবেশন পরিচালনা প্রক্রিয়া	সময়
৪.১	• অধিবেশনের শুরুতে সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের ধন্যবাদ জানিয়ে সেশনের কার্যক্রম শুরু করবেন। • সহায়ক বক্তৃতা আলোচনার মাধ্যমে **(সহায়ক তথ্য ৪.১ অনুযায়ী)** দুর্যোগ পূর্বাভাস ও সতর্ক সংকেতের কয়েকটি স্থানীয় ও লোকজ অভিজ্ঞতা অংশগ্রহণকারীদের সাথে বিনিময় করবেন। • সহায়ক প্রশ্ন করার মাধ্যমে বন্যা পূর্বাভাস ও আগাম সতর্কবার্তা বোঝার স্থানীয় এবং লোকজ অভিজ্ঞতাগুলো জানবেন এবং কার্যকর অভিজ্ঞতাকে সনাক্ত করবেন।	১৫ মিনিট
৪.২	• বন্যা ঝুঁকিহ্রাসে স্থানীয় ও লোকজ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার কার্যকারিতা সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের মতামতগুলো জানবেন এবং লিপিবদ্ধ করবেন এবং পরবর্তীতে **(সহায়ক তথ্য ৪.২ অনুযায়ী)** এ ব্যাপারে অংশগ্রহণকারীদের মতামতগুলোকে আরো স্বচ্ছ করবেন।	১৫ মিনিট
৪.৩	• সহায়ক অংশগ্রহণমূলক আলোচনার মাধ্যমে বন্যা ঝুঁকিহ্রাসে লোকজ ও স্থানীয় জ্ঞান প্রয়োগের সুযোগ/সম্ভাবনাগুলোকে সনাক্ত করবেন এবং লিপিবদ্ধ করবেন। • প্রশ্ন করার মাধ্যমে সেশনের শিখন সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের প্রতিবার্তা নেবেন এবং সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশনের কার্যক্রম শেষ করবেন।	১৫ মিনিট

সহায়ক তথ্য - ৪.১

বন্যা এলাকার অভিজ্ঞতা

সাধারণত এপ্রিল-মে মাসে পাট পঁচানোর জন্য কৃষকের পানির প্রয়োজন হয়। সেই সময় কৃষক অপেক্ষায় থাকে কখন নদীর পানি বাড়বে? সেই পানি কখন খালে আসবে আর খাল থেকে বিলে? কারণ বিলে পানি আসলে পাট কেটে তা পঁচানো কৃষকের জন্য সহজ হয়। এই সময়ে কৃষক আকাশে চলমান মেঘের গতিবিধি বোঝার চেষ্টা করে। সাধারণত দক্ষিণ দিক থেকে ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘগুলো ক্রমাগতভাবে উত্তরদিকে যাওয়া শুরু করলে স্থানীয়ভাবে মেঘের এই গতিবিধিকে উপর জোয়ার বলে। দক্ষিণ থেকে উত্তরে যাওয়া এই উপর জোয়ার দেখেই কৃষক বুঝতে পারে আগামী ৭ থেকে ১০ দিনের মধ্যে নদীর পানি বাড়বে। ফলে তার পক্ষে পাট কাটার সিদ্ধান্ত নেয়া সহজ হয়।

বন্যাকালীন সময়ে পানি বাড়া এবং কমা বোঝার আরেকটি স্থানীয় কৌশল হচ্ছে প্রতিদিন টুয়াতে পানির স্তর দেখা। এই কৌশল অনুযায়ী একটি লম্বা চিকন বাঁশের লাঠি বা লগিকে বাড়ির সামনে মূল নদীর সাথে সংযুক্ত পানি চলাচল করে এমন খালে পুঁতে দেয়া হয়। বাঁশের দৈর্ঘ্য নির্ভর করে খালের গভীরতার উপর। তবে সাধারণত এমন ভাবে বাঁশের লাঠি বা লগি পুঁতা হয় যেন তা পানির চেয়ে কমপক্ষে দুইহাত উপরে থাকে। এরপর পানি থেকে বাঁশের লাঠি বা লগির উপরের অংশে দুই আঙুল পর পর দাগ দিয়ে চিহ্ন দেয়া হয়। পরবর্তীতে প্রতিদিন পানি বাঁশের ঐ লাঠি বা লগির কোন দাগে অবস্থান করছে তা দেখে পানি বাড়ছে না কমছে তা বোঝার চেষ্টা করা হয়। অনেকে আবার পানির স্তরের সামান্য উঁচুতে বা সমান করে টুয়া পুঁতে থাকে। অর্থাৎ বাঁশের লাঠি বা লগির মাথা ডুবে যাওয়ার মত হলে বুঝতে পারে পানি বাড়ছে আর যদি বাঁশের লাঠি বা লগির ক্রমাগতভাবে পানির স্তরের চেয়ে বাড়তে থাকে তখন বোঝে পানি কমছে।

ঘূর্ণিঝড় এলাকার অভিজ্ঞতা

ঘূর্ণিঝড়ের পূর্বাভাস নির্ণয়ে বাতাসের গতি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সূচক। সাধারণত পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ মোট চারটি দিক রয়েছে। পূর্ব পুরুষদের কাছ থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী উপকূলীয় অঞ্চলে বিভিন্ন বয়সের নারী-পুরুষ সবাই জানেন যে পূর্ব দিক হতে প্রবাহিত বাতাস ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা বেশী থাকে। দক্ষিণপূর্ব দিক (অগ্নি) হতে প্রবাহিত হওয়ার পর বাতাস যখন আবার দক্ষিণ-পশ্চিম দিক (নৈঋত) হতে প্রবাহিত হয় তখন জলোচ্ছ্বাসের সম্ভাবনা থাকে। উত্তর ও উত্তর-পূর্ব দিক (বায়ু) হতে প্রবাহিত বাতাসের ফলে ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টি হতে পারে, তবে তার তীব্রতা হয় কম। উপকূলীয় অঞ্চলের জনগণের স্থানীয় জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অনুযায়ী সমুদ্রে নিম্নচাপ হলে উত্তর-পশ্চিম দিক (ঈশান) থেকে বাতাস প্রবাহিত হয় এবং পরে তা উত্তর-পূর্ব দিকে (বায়ু) বাতাস প্রবাহিত হতে শুরু করে যা পরবর্তীতে দক্ষিণ-পূর্ব দিক (অগ্নি) হতে প্রবাহিত হয়। যখন দক্ষিণ-পূর্ব দিক (অগ্নি) থেকে বাতাস প্রবাহিত হওয়া থেমে যায় তখন বোঝা যায় যে দক্ষিণ-পশ্চিম দিক (নৈঋত) হতে বিশাল জলোচ্ছ্বাসসহ বাতাস আসছে। ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানার পূর্বে তীরবর্তী বাতাস পূর্বদিক থেকে প্রবাহিত হতে শুরু করে এবং সাধারণত এ প্রবাহের দিক খুব একটা পরিবর্তন হয় না। কিন্তু যখন পশ্চিম দিক থেকে বাতাস আসে তখন তা সাথে করে জলোচ্ছ্বাসও নিয়ে আসে এবং মারাত্মক ধ্বংস সাধণ করে। কখনও কখনও ঘূর্ণিঝড়ের সময় বাতাস উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে প্রবাহিত হতে শুরু করে। এরপর বাতাস যদি উত্তর-পূব দিকে ঘুরে আবার দক্ষিণ দিক ঘুরে যায় এবং দক্ষিণ-পশ্চিমে প্রবাহিত হয় তখন জলোচ্ছ্বাসসহ ঘূর্ণিঝড়ের সম্ভাবনা থাকে।

সহায়ক তথ্য - ৪.২

বন্যা ঝুঁকিহ্রাসে স্থানীয় ও লোকজ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার কার্যকারিতা

- সাধারণত বন্যাজনিত সমস্যাগুলোকে মোকাবেলা করতে গিয়ে স্থানীয় জনগোষ্ঠী স্থানীয় পদ্ধতি ও কৌশল উদ্ভব করে।
- ফলে এ ধরণের পদ্ধতি ও কৌশলে কারিগরি কোন জটিলতা থাকে না।
- বংশ পরম্পরায় এ ধরণের এ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার চর্চা হয়ে আসছে। ফলে এ ধরণের স্থানীয় জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা পরীক্ষিত।
- স্থানীয় উপকরণ নির্ভর বিধায় এগুলো ব্যয় সাশ্রয়ী।
- দরিদ্র জনগোষ্ঠী এখনও গণমাধ্যম থেকে (রেডিও-টেলিভিশন, পত্র-পত্রিকা) বঞ্চিত।
- আকস্মিক বন্যা প্রবণ এলাকার জন্য এখনও কার্যকর পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ ব্যবস্থা গড়ে উঠেনি।

অধিবেশন ০৫ : বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণে স্থানীয় দৃষ্টান্ত প্রতিষ্ঠা ও অনুশীলন

আলোচ্য বিষয়বস্তু

৫.১ আগাম তথ্যসূত্র চিহ্নিতকরণ ও যোগাযোগ স্থাপন
৫.২ স্থানীয় বিপদসীমা নির্ধারণ
৫.৩ স্থানীয় ভাষায় বার্তা গঠন
৫.৪ পতাকার মাধ্যমে স্থানীয় সংকেত প্রচার ব্যবস্থা উন্নয়ন

উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ আগাম তথ্যসুত্র চিহ্নিতকরণ ও যোগাযোগ স্থাপন, স্থানীয় বিপদসীমা নির্ধারণ, স্থানীয় ভাষায় বার্তা গঠন, পতাকার মাধ্যমে স্থানীয় সংকেত প্রচার ব্যবস্থা উন্নয়ন সম্পর্কে জানতে ও ব্যাখ্যা করতে পারবেন ।

পদ্ধতি

মস্তিষ্ক ঝড়, বক্তৃতা আলোচনা, লিখিত পোস্টার পেপার উপস্থাপনা ।

উপকরণ

হোয়াইট বোর্ড/পোস্টার পেপার/ফ্লিপচার্ট, বোর্ড মার্কার/পার্মানেন্ট মার্কার, মাস্কিন টেপ/ডক ক্লিপ, তথ্য সম্বলিত লিখিত পোস্টার পেপার ।

সময়

১ ঘন্টা ৪৫ মিনিট

অধিবেশন পরিচালনা প্রক্রিয়া

শিক্ষণ পর্যায়	অধিবেশন পরিচালনা প্রক্রিয়া	গময়
৫.১	• অধিবেশনের শুরুতে সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশনের কার্যক্রম শুরু করবেন । • সহায়ক বক্তৃতা আলোচনার মাধ্যমে বন্যার আগাম সংবাদের তথ্যসুত্র সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের ধারণাগুলোকে জানবেন এবং লিপিবদ্ধ করবেন। পরবর্তীতে **(সহায়ক তথ্য ৫.১ অনুযায়ী)** অংশগ্রহণকারীদের ধারণাগুলোকে স্বচ্ছ করবেন । • সহায়ক আগাম তথ্যসুত্রের কয়েকটি অভিজ্ঞতা **(সহায়ক তথ্য ৫.২ অনুযায়ী)** অংশগ্রহণকারীদের সাথে বিনিময় করবেন । • স্থানীয় এলাকার আলোকে বন্যার আগাম সংবাদ প্রাপ্তির তথ্যসুত্র কি হতে পারে সে সম্পর্কে সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের মতামতগুলো জানবেন এবং বক্তৃতা আলোচনার মাধ্যমে যোগাযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে কয়েকটি নির্দিষ্ট তথ্যসুত্র সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের ঐক্যমত করবেন ।	২০মিনিট

৫.২	• সহায়ক বক্তৃতা আলোচনার মাধ্যমে বিপদসীমা সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের ধারণাগুলোকে জানবেন এবং লিপিবদ্ধ করবেন। পরবর্তীতে **(সহায়ক তথ্য ৫.৩ অনুযায়ী)** অংশগ্রহণকারীদের ধারণাগুলোকে স্বচ্ছ করবেন। • সহায়ক **(সহায়ক তথ্য ৫.৪ অনুযায়ী)** স্থানীয় এলাকার আলোকে বিপদসীমা নির্ধারণের কৌশল সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের অবগত করবেন।	৩০মিনিট
৫.৩	• সহায়ক **(সহায়ক তথ্য ৫.৫ অনুযায়ী)** সেন্টিমিটারের মাপকে স্থানীয় জনগণ বুঝতে পারে এমন পরিমাপে রূপান্তরের কৌশল সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের অবগত করবেন। • সহায়ক **(সহায়ক তথ্য ৫.৬ অনুযায়ী)** স্থানীয় বার্তার একটি নমুনা অংশগ্রহণকারীদের সাথে বিনিময় করবেন। • সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের প্রয়োজনীয় সংখ্যক দলে বিভক্ত করবেন এবং তথ্য সুত্র থেকে পাওয়া বন্যার আগাম সংবাদকে কিভাবে স্থানীয় ভাষায় রূপান্তর করে প্রচার করা যেতে পারে সে সম্পর্কে দলীয় কাজ নির্ধারণ করে দেবেন। • দলীয় কাজ শেষে সহায়ক প্রতিটি দলকে দলীয় কাজ উপস্থাপনার জন্য সুযোগ দেবেন এবং বড় উন্মুক্ত ফোরামে বড় দলে প্রতিটি উপস্থাপনার সবল ও দূর্বল দিক নিয়ে অংশগ্রহণমূলক আলোচনা করবেন।	৪০মিনিট
৫.৪	• সহায়ক **(সহায়ক তথ্য ৫.৭ অনুযায়ী)** পতাকা পদ্ধতির মাধ্যমে বন্যার আগাম সংবাদ প্রচারের কৌশল সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের অবগত করবেন। • প্রশ্ন করার মাধ্যমে সেশনের শিখন সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের প্রতিবার্তা নেবেন এবং সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশনের কার্যক্রম শেষ করবেন।	১৫মিনিট

সহায়ক তথ্য - ৫.১

বন্যার আগাম সংবাদের তথ্যসূত্র

যে উৎস থেকে পানি বাড়া অথবা কমার আগাম তথ্য পাওয়া যায় সেই উৎসকেই বলা হয় বন্যার আগাম সংবাদের তথ্যসূত্র। এ ধরণের তথ্যের উৎস বা সূত্র হতে পারে সরকারি, বেসরকারি অথবা সামাজিক যে কোন প্রতিষ্ঠান অথবা সংস্থা।

সহায়ক তথ্য - ৫.২

আগাম তথ্যসুত্রের কয়েকটি অভিজ্ঞতা

ব্রক্ষ্মপুত্র অববাহিকার অভিজ্ঞতা

ব্রক্ষ্মপুত্র নদ ভারতের আসাম রাজ্য থেকে বাংলাদেশে কুড়িগ্রাম জেলায় প্রবেশ করেছে। পরবর্তীতে এই নদটি যমুনা নদীতে রূপান্তরিত হয়ে ভাটিতে অবস্থিত জেলা গাইবান্ধা ও সিরাজগঞ্জের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়ে মানিকগঞ্জের আরিচা পয়েন্ট পদ্মার সাথে মিলিত হয়েছে। এক সময়ে বন্যার আগাম সংবাদ জানার আনুষ্ঠানিক সুযোগ না থাকায় অক্সফ্যামের সহযোগি সংগঠনগুলো নিজেদের সৃজনশীলতা দিয়ে অনানুষ্ঠানিকভাবে নিজেদের মধ্যে বন্যার আগাম সংবাদ প্রচারের চর্চা গড়ে তুলেছিল। যেমন- কুড়িগ্রামে পানি বাড়লে সেই সংবাদ কুড়িগ্রামের সহযোগি সংগঠন জীবিকা টেলিফোনের মাধ্যমে ভাটির জেলা গাইবান্ধার সংগঠন গণউন্নয়ন কেন্দ্রকে জানিয়ে দিত। আবার একইভাবে গাইবান্ধায় পানি বাড়লে গণউন্নয়ন কেন্দ্র ভাটির জেলা সিরাজগঞ্জের সংগঠন মানব মুক্তি সংস্থাকে আগামভাবে সাবধান করে দিত।

নেত্রকোনা অঞ্চলের অভিজ্ঞতা

আমরা জানি নেত্রকোনা একটি আকস্মিক বন্যাপ্রবণ অঞ্চল। বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র আজও পর্যন্ত আকস্মিক বন্যার কার্যকর পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি। এমতাবস্থায় এই জেলার কোন কোন ইউনিয়ন বা উপজেলা বন্যাকালীন পরিস্থিতিতে বন্যার আগাম সংবাদ পাওয়ার জন্য উজানের উপজেলার সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে থাকে। যেমন- ১১ নং কালিয়ারা গাবরাগাতি নেত্রকোন সদর উপজেলার একটি আকস্মিক বন্যাপ্রবণ ইউনিয়ন। এই ইউনিয়নের উজানে অবস্থিত দূর্গাপুর উপজেলা। সাধারণত বন্যাকালীন সময়ে দুর্গাপুর উপজেলায় পানি বাড়ার ২৪ ঘন্টা বা ১ দিন পর কালিয়ারা গাবরাগাতি ইউনিয়ন প্লাবিত হয়। সুতরাং প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য যথা সময়ে দূর্গাপুর উপজেলা থেকে বন্যার পানি বাড়ার আগাম সংবাদ পাওয়ার বিষয়টি কালিয়ারা গাবরাগাতি ইউনিয়নের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও কার্যকর।

সহায়ক তথ্য - ৫.৩

বিপদসীমা

সাধারণত যে সীমায় পানি উঠলে জীবন ও সম্পদের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে সেই সীমাকে বিপদসীমা বলা হয়। সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা থেকে বিভিন্ন স্থানের অবস্থান এবং ভূমির গঠনের (উচ্চ ও নিম্ন) ভিন্নতার কারণে বিভিন্ন স্থানের বিপদসীমা বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে।

সহায়ক তথ্য - ৫.৪

স্থানীয় বিপদসীমা নির্ধারণের কৌশল

বাংলাদেশের বন্যাপ্রবণ এলাকায় বসবাসকারী প্রতিটি পরিবার ও মানুষ সহজেই বলতে পারেন কোন স্তরে বা উচ্চতায় পানি উঠলে তাদের নিজ এলাকা বা পরিবার ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হয়। সাধারণত স্থানীয় ক্ষয়ক্ষতির আলোকে পানির ঐ উচ্চতাকে স্থানীয় বিপদসীমা বলা হয়। এ ধরণের বিপদসীমা নির্ধারণের ক্ষেত্রে সাধারণত ধারাবাহিকভাবে যে কাজগুলো করা প্রয়োজন তা হচ্ছে-

- স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সাথে আলোচনা করে দৃষ্টান্ত হিসেবে এমন একটি স্থানকে চিহ্নিত করা যে স্থানটি সবার পরিচিত এবং এলাকার সবাই দৈনন্দিন জীবনে সেই স্থানটিকে কম বেশী পর্যবেক্ষণ করে থাকে। যেমন- কোন হাট বাজার, মসজিদ, স্কুল, ব্রীজ কালভার্ট অথবা কোন বড় গাছ।
- দৃষ্টান্ত হিসেবে চিহ্নিত স্থানটির সন্নিকটে ঘরের খুঁটি হিসেবে ব্যবহার করা হয় এমন ১০ থেকে ১২ ফুট লম্বা একটি পাকা পিলার স্থাপন করা।
- এবারে এলাকার জনগণের সাথে আলোচনা করে ঠিক করা নির্ধারিত ঐ স্থানের কোন স্তরে পানি উঠলে এলাকায় ক্ষয়ক্ষতি শুরু হয়। পানির ক্ষতিকারক সেই স্তরটি চিহ্নিত করার পর ঐ স্তরের সাথে সঙ্গতি রেখে স্থাপন করা পাকা পিলারে লাল রং দিয়ে প্রথমে বিপদসীমা চিহ্নিত করা। চিহ্নিত লাল দাগ থেকে পিলারের উপরের অংশ পর্যন্ত লাল রং করে দেয়া।
- পরবর্তীতে যেখান থেকে লাল রং শুরু হয়েছে সেখান থেকে কমপক্ষে দুই হাত পরিমান নীচে হলুদ রং দিয়ে আরেকটি দাগ দেয়া। লাল এবং হলুদের মধ্যবর্তী দুই হাত পরিমান অংশকে পুরোপুরি হলুদ রং করা।
- যেখান থেকে হলুদ রং শুরু হয়েছে সেখান থেকে পিলারের নীচের পুরো অংশকে সবুজ রং করে দেয়া।
- লাল রঙে পানি থাকার অর্থ বিপদ, হলুদ রঙে পানি থাকার অর্থ প্রস্তুতি গ্রহণ এবং সবুজ রঙে পানি থাকার অর্থ নিরাপদ।

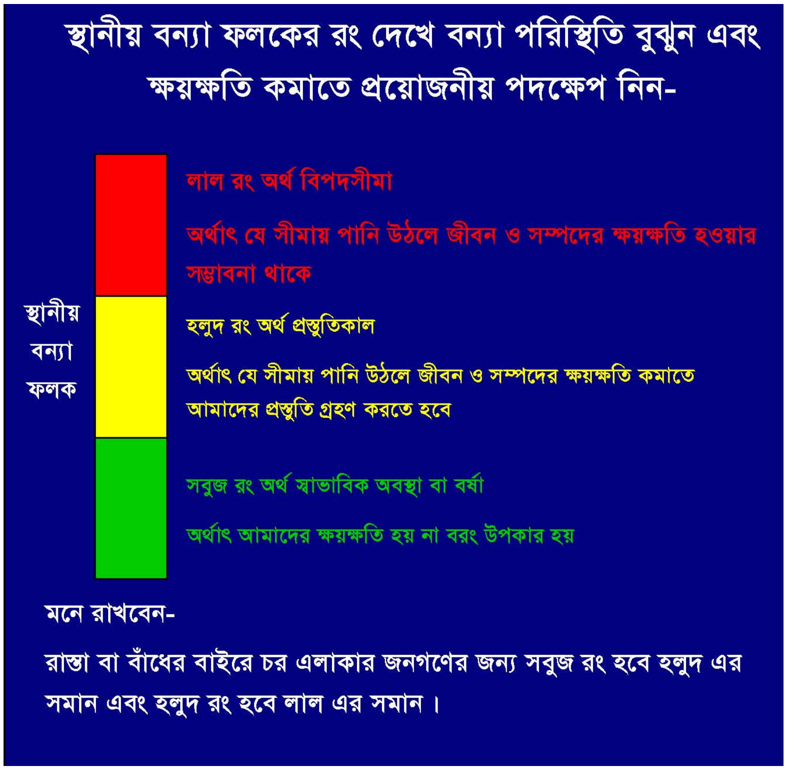

সহায়ক তথ্য - ৫.৫

সেন্টিমিটারের মাপকে স্থানীয় জনগণ বুঝতে পারে এমন পরিমাপে রূপান্তরের কৌশল

গ্রামের মানুষ এখনও সেন্টিমিটার মিলিমিটার বোঝে না। তবে স্থানীয়ভাবে পানি বাড়া বা কমার সূচক হিসেবে ইঞ্চি, আঙুল, বিঘৎ, আধা হাত বা এক হাত সাধারণত মানুষের কাছে খুবই পরিচিত। সাধারণত এক হাত সমান প্রায় ৫০ সেন্টিমিটার বা ১৮ ইঞ্চি। সুতরাং ২৫ সেন্টিমিটার পানি বাড়া বা কমার অর্থ আধা হাত, এক বিঘৎ বা ৯ ইঞ্চি পানি বাড়া বা কমা। এইভাবে সহজেই সেন্টিমিটারকে স্থানীয় বোধগম্য পরিমাপে রূপান্তর করা যায়।

সহায়ক তথ্য - ৫.৬

স্থানীয় বার্তার নমুনা

প্রিয় বৈন্যা গ্রামের ভাই ও বোনেরা আসসালামু আলাইকুম। রেডিও ও উপজেলা অফিসের কাছ থেকে পাওয়া সর্বশেষ খবর অনুযায়ী যমুনা নদীর পানি আগামী ৪৮ ঘন্টায় আরও ৮ আঙুল বৃদ্ধি পাবে। ইতোমধ্যে যমুনা নদী সংলগ্ন খালের পানি নওয়াজেশ মোল্লার বাড়ির কাছে প্রতিদিন বাড়ছে এবং আইনউদ্দিন মিয়ার বাড়ির পাশ দিয়ে নীচু অঞ্চলে প্রবেশ করতে শুরু করেছে। খারাপ আবহাওয়ার কারণে আগামী ৩/৪ দিন যদি এভাবে বৃষ্টি হয় তবে সমগ্র গ্রাম বৈন্যার পানিতে তলিয়ে যেতে পারে। এ অবস্থায় বৈন্যা গ্রামের সকল জনগণকে দুর্যোগ মোকাবেলায় ক্ষয়ক্ষতি কমাতে-

- কাটার উপযোগী ফসল কেটে ঘরে তোলার জন্য শুকনা খাবার সংরক্ষণের জন্য আলগা চুলা তৈরি ও লাকরী সংরক্ষণ
- যাতায়াতের জন্য ভেলা তৈরি
- গবাদি পশু নিরাপদ স্থানে স্থানান্তর ইত্যাদি জরুরী কাজগুলো করার জন্য অনুরোধ জানানো যাচ্ছে।

সহায়ক তথ্য - ৫.৭

পতাকা পদ্ধতির মাধ্যমে বন্যার আগাম সংবাদ প্রচারের কৌশল

অধিবেশন ০৬ : বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণে বার্তা প্রচার পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন

আলোচ্য বিষয়বস্তু

৬.১ স্থানীয় প্রচার মাধ্যমসমূহ চিহ্নিতকরণ
৬.২প্রচারের স্থানসমূহ চিহ্নিতকরণ
৬.৩আগাম সংবাদ সংগ্রহ, স্থানীয় ভাষায় বার্তাগঠন এবং বার্তা প্রচারের দায়দায়িত্ব বন্টন
৬.৪বার্তা প্রচার পরিকল্পনা প্রণয়ন
৬.৫মহড়ার মাধ্যমে বার্তা প্রচার পরিকল্পনা অনুশীলন

উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ স্থানীয় প্রচার মাধ্যমসমূহ চিহ্নিতকরণ, প্রচারের স্থানসমূহ চিহ্নিতকরণ, আগাম সংবাদ সংগ্রহ, স্থানীয় ভাষায় বার্তাগঠন এবং বার্তা প্রচারের দায়দায়িত্ব বন্টন, বার্তা প্রচার পরিকল্পনা প্রণয়ন, মহড়ার মাধ্যমে বার্তা প্রচার পরিকল্পনা অনুশীলন সম্পর্কে জানতে ও ব্যাখ্যা করতে পারবেন ।

পদ্ধতি

মস্তিষ্ক ঝড়, বক্তৃতা, আলোচনা, লিখিত পোস্টার পেপার উপস্থাপনা ।

উপকরণ

হোয়াইট বোর্ড/পোস্টার পেপার/ফ্লিপচার্ট, বোর্ড মার্কার/পার্মানেন্ট মার্কার, মাস্কিন টেপ/ডক ক্লিপ, লিখিত পোস্টার পেপার ।

সময়

১ ঘন্টা ৩০ মিনিট

অধিবেশন পরিচালনা প্রক্রিয়া

শিক্ষণ পর্যায়	অধিবেশন পরিচালনা প্রক্রিয়া	সময়
৬.১	• অধিবেশনের শুরুতে সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের ধন্যবাদ জানিয়ে সেশনের কার্যক্রম শুরু করবেন । • স্থানীয় পর্যায়ে বন্যার আগাম সংবাদ প্রচারের মাধ্যমগুলো কি কি হতে পারে সে বিষয়ে অংশগ্রহণকারীদের মতামতগুলো জানবেন । প্রয়োজনে এ বিষয়ে সহায়ক **(সহায়ক তথ্য ৬.১ অনুযায়ী)** স্থানীয় পর্যায়ের সম্ভাব্য কার্যকর মাধ্যমগুলো সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের অবগত করবেন ।	১০ মিনিট
৬.২	• এবারে সহায়ক স্থানীয় পর্যায়ে নিজ নিজ এলাকার আলোকে বন্যার আগাম সংবাদ কোন কোন স্থানে প্রচার করা যেতে পারে সে ব্যাপারে অংশগ্রহণকারীদের মতামতগুলো জানবেন । প্রয়োজনে এ বিষয়ে সহায়ক **(সহায়ক তথ্য ৬.২ অনুযায়ী)** স্থানীয় পর্যায়ে বন্যার আগাম সংবাদ প্রচারের সম্ভাব্য স্থানগুলো সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের অবগত করবেন ।	১০ মিনিট
৬.৩	• সহায়ক **(সহায়ক তথ্য ৬.৩ অনুযায়ী)** অংশগ্রহণমূলক আলোচনার মাধ্যমে গ্রামের/ওয়ার্ডের পক্ষে কোন ব্যক্তি তথ্যসূত্র থেকে বন্যার আগাম সংবাদ জানবেন? কোন ব্যক্তি প্রাপ্ত সেই সংবাদের ভিত্তিতে স্থানীয় ভাষায় বার্তা গঠন করবেন? এবং গ্রামে/ওয়ার্ডে কোন কোন ব্যক্তি বন্যার আগাম সংবাদ প্রচারে দায় দায়িত্ব পালন করবেন সে সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের মতামত গ্রহণ করবেন এবং চূড়ান্ত করবেন ।	১০ মিনিট

৬.৪	• এই পর্যায়ে সহায়ক গ্রাম/ওয়ার্ডের ভিত্তিতে অংশগ্রহণকারীদের প্রয়োজনীয় সংখ্যক দলে বিভক্ত করবেন এবং দলীয় কাজ হিসেবে প্রতিটি দলকে **(সহায়ক তথ্য ৬.৪ অনুযায়ী)** নিজ নিজ গ্রাম/ওয়ার্ডের বন্যার আগাম সংবাদ প্রচার পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে বলবেন । • সহায়ক দলীয় কাজ শেষে প্রতিটি দলকে নিজ নিজ দলের কাজ উপস্থাপনার জন্য অনুরোধ জানাবেন এবং অংশগ্রহণমূলক আলোচনার মাধ্যমে দলীয় আলোচনাগুলোকে সমৃদ্ধ করবেন ।	৩০ মিনিট
৬.৫	• ভূমিকা অভিনয়ের মাধ্যমে যে কোন একটি গ্রাম/ওয়ার্ডের আগাম সংবাদ প্রচার পরিকল্পনা মহড়া আকারে উপস্থাপনার জন্য সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের আমন্ত্রণ জানাবেন । • কিভাবে মহড়াটি উপস্থাপন করতে হবে সে বিষয়ে সহায়ক **(সহায়ক তথ্য ৬.৫ অনুযায়ী)** অংশগ্রহণকারীদের অবগত করবেন । • সহায়ক মহড়া চলাকালে মহড়ার সবল ও দুর্বল দিকগুলোকে নোট আকারে খাতায় লিপিবদ্ধ করবেন । • সহায়ক মহড়া শেষে নোট আকারে লিখিত সবল ও দুর্বল দিকগুলো নিয়ে অংশগ্রহণকারীদের সাথে অংশমূলক আলোচনা করবেন । • প্রশ্ন করার মাধ্যমে সেশনের শিখন সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের প্রতিবার্তা নেবেন এবং সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশনের কার্যক্রম শেষ করবেন ।	৩০ মিনিট

সহায়ক তথ্য - ৬.১

স্থানীয় পর্যায় বন্যা আগাম সংবাদ প্রচারের সম্ভাব্য কার্যকর মাধ্যমসমূহ

- মসজিদের মাইক
- ঢোল/টিন পিটানো
- পতাকা উড়ানো
- মন্দির/গীর্জার ঘন্টা বাজানো
- মাইকিং
- চোঙা ব্যবহার করে সবাইকে জানানো

সহায়ক তথ্য - ৬.২

স্থানীয় পর্যায়ে বন্যার আগাম সংবাদ প্রচারের সম্ভাব্য স্থানসমূহ

- হাট বাজার
- স্কুল, মাদ্রাসা, কলেজ
- মসজিদ, মন্দির, গীর্জা
- ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়
- সমিতি
- জনসমাগম হয় এমন স্থান
- নৌকাঘাট, বাসস্ট্যান্ড

সহায়ক তথ্য - ৬.৩

গ্রাম/ওয়ার্ড পর্যায়ে আগাম সংবাদ গ্রহণকারী, স্থানীয় ভাষায় বার্তা গঠনকারী এবং বার্তা প্রচারকারীদের নাম

ক্রমিক	গ্রাম/ওয়ার্ড	তথ্য সুত্র থেকে বন্যার আগাম সংবাদ গ্রহণকারীর নাম	তথ্যসূত্র থেকে পাওয়া সংবাদকে স্থানীয় ভাষায় বার্তা গঠনকারীর নাম	বন্যার আগাম সংবাদ প্রচারের দায় দায়িত্ব

সহায়ক তথ্য - ৬.৪

বন্যার আগাম সংবাদ প্রচার পরিকল্পনার নমুনা ছক

গ্রাম/ওয়ার্ড :

ক্রমিক	প্রচারের স্থান	মাধ্যম	প্রচারকারী
১	কাউনিয়া বাজার	ঢোল/টিন পেটানো, চোঙা দিয়ে বলা	
২	প্রাথমিক সরকারী বিদ্যালয়	মুখে ঘোষনা	
৩	পূর্বপাড়া জামে মসজিদ	মসজিদের মাইক	
	সরকার পাড়া কালী মন্দির	ঘন্টা	
৪	ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়	নোটিশ বোর্ড/মুখে ঘোষনা	
৬	ফুলঝুড়ি সমিতি	মুখে মুখে প্রচার	
৭	জনসমাগম হয় এমন স্থান	প্রয়োজন মত	
৮	নৌকাঘাট, বাসস্ট্যান্ড	মুখে মুখে প্রচার	
৯	বাড়িতে বাড়িতে প্রচার (মধ্যপাড়ার রহিম মন্ডলের বাড়ি থেকে জবেদ শেখের বাড়ি পর্যন্ত)	মুখে মুখে প্রচার	
১০	বাড়িতে বাড়িতে প্রচার (পূর্ব পাড়া রহমান বেপারির বাড়ি থেকে মনসুর মিয়ার বাড়ি পর্যন্ত)	মুখে মুখে প্রচার	

সহায়ক তথ্য - ৬.৫

মহড়া বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে করণীয়

- মহড়ার জন্য যে কোন গ্রাম বা ওয়ার্ডের প্রচার পরিকল্পনাকে বেছে নিন ।
- মহড়ায় ভূমিকা অভিনয়ের জন্য পরিকল্পনা অনুযায়ী বন্যার আগাম সংবাদ সংগ্রহকারী, স্থানীয় ভাষায় বার্তা গঠনকারী, পতাকা উত্তোলনকারী এবং বার্তা প্রচারকারীদের নির্ধারণ করুন ।
- অবশিষ্ট সবাইকে গ্রামবাসী হিসেবে ভূমিকা অভিনয়ের জন্য অনুরোধ করুন ।
- প্রচার পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রশিক্ষণ কক্ষের এক একটি স্থানকে বাজার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মসজিদ এবং গ্রামের বিভিন্ন অংশ হিসেবে চিহ্নিত করুন এবং গ্রামবাসীদেরকে সে সব স্থানে অবস্থান করতে অনুরোধ করুন ।
- বার্তা প্রচারের জন্য স্থানীয় উপকরণ ব্যবহার করে প্রচার মাধ্যম যেমন- চোঙা, মাইক, পতাকা ইত্যাদি তৈরি করুন ।
- এবারে মহড়ার ধারাবাহিক ধাপগুলো সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের অবগত করুন । যেমন-
  - *প্রথম ধাপ ঃ* তথ্য সংগ্রহকারী তথ্য সংগ্রহ করবেন
  - *দ্বিতীয় ধাপ ঃ* সেই তথ্য অনুযায়ী বার্তা গঠনকারী স্থানীয় ভাষায় বার্তা গঠন করবেন
  - *তৃতীয় ধাপ ঃ* প্রচার কমিটির জরুরী সভায় পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী কে কোথায় বার্তা প্রচার করবে সে বিষয়ে পূণরায় অবগত করা হবে
  - *চতুর্থ ধাপ ঃ* জরুরী সভা শেষে প্রচারকারীগণ পরিকল্পনা অনুযায়ী বার্তা প্রচার করবেন ।
  - *পঞ্চম ধাপ ঃ* জরুরী বার্তা শোনার পর গ্রামবাসীদের কেউ কেউ নিরাপদ আশ্রয়ে সরে যাবেন আবার অনেকেই প্রস্তুতিমূলক কাজ করবেন ।
- মহড়া বাস্তবায়নের জন্য যদি প্রশিক্ষণ কক্ষটি ছোট হয় তবে প্রশিক্ষণ কক্ষের বাইরে পর্যাপ্ত জায়গা আছে এমন স্থানেও মহড়াটি বাস্তবায়ন করা যেতে পারে ।

অধিবেশন ০৭ : প্রশিক্ষণ উত্তর কার্যক্রম

আলোচ্য বিষয়বস্তু

৭.১ প্রশিক্ষন পরবর্তী কর্ম পরিকল্পনা

৭.২প্রশিক্ষন মূল্যায়ন

উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ প্রশিক্ষণ পরিবর্তীতে অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতার আলোকে পরবর্তী কার্যক্রম নির্ধারণ ও শিক্ষণ সম্পর্কে জানতে, বুঝতে এবং অন্যদের কাছে ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হবেন ।

পদ্ধতি

মস্তিস্ক ঝড়, বক্তৃতা আলোচনা, দলীয় আলোচনা, মুডমিটার ।

উপকরণ

হোয়াইট বোর্ড/পোস্টার পেপার/ফ্লিপচার্ট, বোর্ড মার্কার/পার্মানেন্ট মার্কার, মাস্কিন টেপ/ডক ক্লিপ, মুড মিটার ছক ।

সময়

৩০ মিনিট

অধিবেশন পরিচালনা প্রক্রিয়া

শিক্ষণ পর্যায়	অধিবেশন পরিচালনা প্রক্রিয়া	সময়
৭.১	• অধিবেশনের শুরুতে সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের ধন্যবাদ জানিয়ে সেশনের কার্যক্রম শুরু করবেন । • সহায়ক **(সহায়ক তথ্য ৭.১ অনুযায়ী)** বড় দলে আলোচনার মাধ্যমে প্রশিক্ষণ উত্তর কার্যক্রমগুলো ঠিক করবেন এবং সেই অনুযায়ী কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করবেন ।	১০ মিনিট
৭.২	• সহায়ক **(সহায়ক তথ্য ৭.২ অনুযায়ী)** প্রশিক্ষণ মূল্যায়নের জন্য সকল অংশগ্রহণকারীকে আমন্ত্রণ জানাবেন এবং মূল্যায়ন পদ্ধতি সম্পর্কে সবাইকে ভালোমত অবগত করবেন ।	১০ মিনিট
৭.৩	• এবারে সহায়ক প্রশিক্ষণের শিখন, বন্যা ঝুঁকিহ্রাসে কার্যকারিতা এবং ভবিষ্যতে অর্জিত শিখন ব্যবহারের অঙ্গিকারের আলোকে অংশগ্রহণকারীদের দুই একজন প্রতিনিধিকে প্রতিক্রিয়া জানানোর জন্য অনুরোধ করবেন । • পরিশেষে উদ্দীপনামূলক বক্তব্য প্রদানের মাধ্যমে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে সহায়ক প্রশিক্ষণের কার্যক্রম সমাপ্ত করবেন ।	১০ মিনিট

সহায়ক তথ্য - ৭.১

কর্মপরিকল্পনার ছক

ক্রমিক	কার্যক্রম	মেয়াদকাল	দায়িত্ব	প্রয়োজনীয় সহায়তা

সহায়ক তথ্য - ৭.২

নিচের ছকের যে কোন একটিতে ✓ চিহ্ন দিয়ে প্রশিক্ষণ সম্পর্কে আপনার অনুভূতি প্রকাশ করুন।

☺ ভালো	😐 মোটামুটি ভালো	☹ ভালো না

সহায়কের জন্য নির্দেশনা

- বড় একটি পোস্টার পেপার বা ব্রাউন পেপারে ছকটিকে প্রস্তুত করুন।
- ছকটি পূরণ সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের ভালোমত অবগত করুন।
- ছকটিকে প্রশিক্ষণ কক্ষের এমন একটি স্থানে লাগিয়ে দিন যেখানে স্বাচ্ছন্দে অংশগ্রহণকারীগণ ছকটি পূরণে সক্ষম হবেন ।
- পরিষ্কার করে বলুন একজন অংশগ্রহণকারী শুধুমাত্র একবার ছকের একটি ঘরে ✓ চিহ্ন দিয়ে তার মতামত প্রকাশ করতে পারবেন।
- ছক পূরণের ক্ষেত্রে অন্যের মতামত নেয়া থেকে বিরত থাকতে বলুন।

তথ্যসূত্র

১. **দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ম্যানুয়াল**; অক্সফাম-জিবি বাংলাদেশ প্রোগ্রাম, ডিসেম্বর ২০০৬

২. **ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবকদের জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার প্রশিক্ষণ সহায়িকা**; প্রশিক্ষন বিভাগ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা প্রকল্প, সমন্বিত খাদ্য নিরাপত্তা কর্মসূচী, কেয়ার বাংলাদেশ, জানুয়ারী ২০০০

৩. **দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ সহায়িকা- উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি**; প্রশিক্ষন বিভাগ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা প্রকল্প, সমন্বিত খাদ্য নিরাপত্তা কর্মসূচী, কেয়ার বাংলাদেশ, জানুয়ারী ২০০০

৪. **দুর্যোগ উত্তর মনো-সামাজিক পরিচর্যা ম্যানুয়াল**; নিরাপদ; সৌহার্দ্য কর্মসূচী, কেয়ার বাংলাদেশ জুলাই ২০০৫

৫. **কিশোর-কিশোরী ও তরুণদের নেতৃত্বে দুর্যোগের ঝুঁকি- ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ সহায়িকা**; নিরাপদ; শাপলা নীড়, ২০০৯

৬. **ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির প্রশিক্ষন-হ্যান্ডআউট**; নিরাপদ; কেয়ার বাংলাদেশ ও ইউএসএআইডি, মার্চ ২০০৭

৭. **সহায়িকা: জরুরী অবস্থায় শিশু সুরক্ষা**; সেভ দ্য চিলড্রেন সুইডেন-ডেনমার্ক, ফেব্রুয়ারী ২০০৯

৮. **সহায়িকা: মনোসমাজিক সেবা**; সেভ দ্য চিলড্রেন সুইডেন-ডেনমার্ক, ফেব্রুয়ারী ২০০৯

৯. **বন্যা প্রস্তুতি সহায়িকা**; একশন এইড বাংলাদেশ, জানুয়ারী ২০০৭

১০. **সহায়িকা: জরুরী কর্মসূচিতে শিশুর অংশগ্রহণ**;সেভ দ্য চিলড্রেন সুইডেন-ডেনমার্ক, ফেব্রুয়ারী ২০০৯

১১. **জলবায়ু পরিবর্তন ও বাংলাদেশ-মোকাবেলা ও প্রস্তুতিতে আমাদেও করণীয়**; ক্লাইমেট চেঞ্জ সেল, পরিবেশ অধিদপ্তর, কমপ্রিহেনসিভ ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট প্রোগাম, ২০০৮

১২. **অংশগ্রহণমূলক বিপদাপন্নতা বিশ্লেষণ-প্রশিক্ষন সহায়িকা**; ডিজাস্টার ফোরাম; একশন এইড বাংলাদেশ, এপ্রিল ২০০৭

১৩. **বাংলাদেশের দুর্যোগ ও গণসচেতনতা**; এশিয়ান ডিজাস্টার প্রিপ্রেয়ার্ডনেস সেন্টার; বাংলাদেশ আরবান ডিজাস্টার মিটিগেশন প্রজেক্ট, কেয়ার বাংলাদেশ, ডিসেম্বর, ২০০২

১৪. **দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলী**; দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো, জানুয়ুরী ১৯৯৭ (Draft update approved version, 2010)

১৫. **দুর্যোগকোষ**; সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি(সিডিএমপি), জুলাই ২০০৯

১৬. **সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রারম্ভিক প্রশিক্ষণ প্রশিক্ষণার্থী হ্যান্ডবুক**; দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ঢাকা, মে, ২০০৭

১৭. **প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল-স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটি**; কনসার্ন ইউনিভার্সেল, ফেব্রুয়ারী ২০১০

১৮. **সমাজ ভিত্তিক দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসকরণ প্রশিক্ষণ স্টুডেন্ট ব্রিগেড সদস্যদের জন্য**; ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন এবং কনসার্ন ইউনিভার্সাল, জানুয়ারী ২০১০

১৯. **জরুরি পরিস্থিতিতে শিক্ষা কার্যক্রমে আপৎকালীন পরিকল্পনা**; পার্টিসিপেটরি একশনস্ টুয়ার্ডস্ রিজিলিয়েন্ট স্কুলস্ এন্ড এডুকেশন সিস্টেমস্ (পারসেস), সেক্রেটারিয়েট, একশন এইড

২০. **"দুর্যোগ-ঝুঁকি ও প্রতিকার" বিষয়ক প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল**; সেভ দি চিলড্রেন এলায়েন্স,মে,২০০৮

২১. **আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষন মডিউল**; ইউএসএইড এবং সেভ দি চিলড্রেন , নভেম্বর ২০০৮

২২. **ছাত্রছাত্রীদের জন্য দুর্যোগ বিষয়ক প্রশিক্ষণ মডিউল**; সেভ দি চিলড্রেন

২৩. **শিক্ষক প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল; সেভ দি চিলড্রেন**

২৪. **দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ মডিউল- ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি**; ইমারজেন্সী সেকশন, জীবন ও জীবিকা কর্মসূচী, সেভ দি চিলড্রেন ইউএসএ, বাংলাদেশ ফিল্ড অফিস, জুলাই-২০০৫

২৫. **সন্ধান ও উদ্ধার প্রশিক্ষণ সহায়িকা**; জীবন ও জীবিকা কর্মসূচী, সেইভ দি চিলড্রেন্ ইউএসএ ও ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচী, বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি, আগষ্ট ২০০৬

২৬. **ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবকদের জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার প্রশিক্ষণ সহায়িকা**; ইমারজেন্সী সেকশন, জীবন ও জীবিকা কর্মসূচী, সেভ দি চিলড্রেন ইউএসএ, বাংলাদেশ ফিল্ড অফিস, নভেম্বর-২০০৫

২৭. **প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ: কমিউনিটিভিত্তিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা**; ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন এবং কনসার্ন ইউনিভার্সাল, জানুয়ারী ২০০৯

২৮. **সমাজ ভিত্তিক দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসকরণে আপদকালীন পরিকল্পনা প্রনয়ন নির্দেশিকা**; ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন এবং কনসার্ন ইউনিভার্সাল, জানুয়ারী ২০০৯

২৯. **স্টুডেন্ট ব্রিগেইড- ধারনা পত্র ও বাস্তবায়ন নীতিমালা**; ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন এবং কনসার্ন ইউনিভার্সাল, জানুয়ারী ২০০৯

৩০. **সমাজ ভিত্তিক দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসকরণ প্রশিক্ষণ স্টুডেন্ট ব্রিগেড সদস্যদের জন্য**; ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন এবং কনসার্ন ইউনিভার্সাল, জানুয়ারী ২০০৯

৩১. **দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় সিএলসি, স্কুল এবং স্থানীয় প্রশাসনের কার্যক্রম সমন্বয় বিষয়ক কর্মশালা**; ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন এবং কনসার্ন ইউনিভার্সাল, মার্চ ২০০৮

৩২. **প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল: কমিউনিটিভিত্তিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা- স্কুল শিক্ষক/শিক্ষিকা**; ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন এবং কনসার্ন ইউনিভার্সাল, মার্চ ২০০৮

৩৩. **প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল: কমিউনিটিভিত্তিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা- ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য**; ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন এবং কনসার্ন ইউনিভার্সাল, মার্চ ২০০৮

৩৪. **প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল: কমিউনিটিভিত্তিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা- ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবক**; ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন এবং কনসার্ন ইউনিভার্সাল, মার্চ ২০০৮

৩৫. **সমাজভিত্তিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা : চূড়ান্ত কর্মকৌশল প্রণয়ন কর্মশালা-সিএলসি ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য**; ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন এবং কনসার্ন ইউনিভার্সাল, মার্চ ২০০৮

৩৬. **সমাজভিত্তিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা**; ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন এবং কনসার্ন ইউনিভার্সাল, জানুয়ারী ২০০৯

৩৭. **জনগোষ্ঠীর ঝুঁকি নিরূপণ ও স্থানীয় পর্যায়ে ঝুঁকি হ্রাস কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের ব্যবহারিক গাইড**; সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচী (CDMP).

৩৮. **Preparing Schools For A Safer Tomorrow- A Multi-Hazard Approach Manual on School Safety in Bangladesh**; ADPC, Plan Bangladesh, Islamic Relief Worldwide; European Commission, April 2010

৩৯. **Training Manual On Disaster Risk Reduction**; Concern Universal, Bangladesh and Dhaka Ahsania Mission, February 2009

৪০. **Documentation and Promotion of Transforable Indigenous Knowledge and Coping Strategies for Disaster Risk Reduction**; Care Bangladesh and BDPC, 2009

৪১. **Training Manual-Early Warning: Use and Practices;** UNDP

৪২. **Facilitators guidebook: practicing gender and social inclusion in disaster risk reduction; CDMP,** Directorate of relief and rehabilitation, Dhaka, Bangladesh, 2009

- সমাপ্ত -